অগ্নিঝরা জুলাই অতঃপর...

নাগরিক প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ১ বছর

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

অগ্নিঝরা জুলাই অতঃপর...

নাগরিক প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ১ বছর

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া
মাননীয় প্রশাসক
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

প্রধান উপদেষ্টা

জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

উপদেষ্টা

- এয়ার কমডোর মোহাম্মদ মাহাবুবুর রহমান তালুকদার ওএসপি, বিপিপি, পিএসসি, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- জনাব মোঃ মুনিরুজ্জামান, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্ব), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- জনাব মোহাম্মদ নাছিম আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক (পরিবহন), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- জনাব মোঃ জয়নুল আবেদীন, প্রধান ভান্ডার ও ক্রয় কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- জনাব মোঃ রুহুল আমিন, আইন কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- জনাব মোঃ তরিকুল ইসলাম, প্রশাসকের একান্ত সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- জনাব হাছিবা খান, প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- ডাঃ নিশাত পারভীন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- জনাব মোঃ আলী মনসুর, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

সম্পাদক

জনাব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম
সচিব, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

সম্পাদনা পরিষদ

- জনাব মোহাম্মদ মোবাশ্বের হাসান, প্রধান সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন - আহবায়ক
- জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন - সদস্য
- জনাব মোঃ রাসেল রহমান, জনসংযোগ কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন - সদস্য
- জনাব মোঃ আবু তৈয়ব রোকন, সিস্টেম এনালিস্ট, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন - সদস্য সচিব

সহযোগিতায়

- জনাব নোমান আল রাব্বী, সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
- জনাব জোবায়ের হোসেন, তথ্য কর্মকর্তা, জনসংযোগ বিভাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

ডিজাইন ও মুদ্রণ

পানশুঁই কালার গ্রাফিক্স
১৩১, ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০.

যোগাযোগ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
ফিনিক্স রোড, ফুলবাড়িয়া, নগরভবন, ঢাকা-১০০০.
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নম্বর: ০২২২৩৩৮৬০১৪, ০১৭০৯৯০০৮৮৮
ইমেইল: info@dscc.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dscc.gov.bd

প্রকাশকাল

জুলাই ২০২৫

লেখা আছে অশ্রুজলে....

মাননীয় উপদেষ্টা
স্থানীয় স কা , পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, ধলেশ্বরী ও শীতলক্ষ্যা নদীবেষ্টিত রাজধানী ঢাকা একটি শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী শহর। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রাচুর্যে ঘেরা এই নগরীতে লক্ষ লক্ষ মানুষের বসবাস। শহরটির দক্ষিণাঞ্চলের নাগরিক সেবা নিশ্চিতে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এর আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে, বিগত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন কার্যক্রম ও অগ্রগতির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী তারুণ্যনির্ভর, জনবান্ধব ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গঠনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের দৃপ্ত অঙ্গীকার এ প্রতিবেদনে নিবিড়ভাবে গ্রন্থিত হয়ে নগরবাসীর কাছে পৌঁছে যাবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে ফ্যাসিবাদের পতনের পর মেয়র ও কাউন্সিলরগণ অনুপস্থিত থাকায় সিটি কর্পোরেশনের নাগরিক সেবা অব্যাহত রাখতে যথাক্রমে প্রশাসক ও আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশক নিয়ন্ত্রণ, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ট্রেড লাইসেন্স প্রদানসহ নাগরিক সেবায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

চলমান ডেঙ্গু মৌসুমে ডিএসসিসির প্রতিটি অঞ্চলে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযান পরিচালিত হচ্ছে, যাতে ডেঙ্গু মশার প্রজননস্থল সৃষ্টি না হয়। পরিবেশ দূষণ রোধে পানি ছিটানো এবং বৃক্ষরোপণের কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। দক্ষিণ সিটির আওতাধীন প্রায় সব খেলার মাঠ ও শিশু পার্কের উন্নয়নকাজ পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি ঢাকার খাল পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও নান্দনিক পরিবেশ তৈরির কার্যক্রমও চলমান রয়েছে। নগরবাসীর স্বাস্থ্যসেবায় মহানগর জেনারেল হাসপাতাল, মহানগর শিশু হাসপাতাল এবং নাজিরাবাজার মাতৃসদনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান অব্যাহত আছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদদের আত্মত্যাগকে অম্লান রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন সড়কের নামকরণ বীর শহীদদের নামে করা হয়েছে এবং তাঁদের কবর সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওসমানী উদ্যানে 'জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ' এবং বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের স্মরণে পলাশীর মোড়ে 'আগ্রাসনবিরোধী আর্ট স্তম্ভ' নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের সময়ে জনমানুষের আকাঙ্ক্ষা দমন করা হয়েছিল। কিন্তু জুলাই গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী বাস্তবতায় নাগরিকরা তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এর ফলে নাগরিকদের প্রত্যাশা বেড়েছে, আর সেই প্রত্যাশা পূরণে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন বদ্ধপরিকর। নাগরিক সেবা নিশ্চিত করা এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ বীরদের স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রমের একটি প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠবে।

এই প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ ও বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই এবং তাঁদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নাগরিক জীবনের সকল ধাপে সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি রাজধানীবাসীর জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রা নির্ভর করে দক্ষ নেতৃত্ব, সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক প্রচেষ্টার উপর। আমি আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ধারাবাহিকতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নাগরিক সেবায় নিজেদের কার্যক্রম আরও গতিশীল করেছে। নগরের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, জরুরি সেবা ও সামাজিক সুরক্ষাসহ সকল খাতে এই প্রতিষ্ঠান দায়িত্বশীলতার সঙ্গে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মত্যাগকারী শহীদ, আহত ও সাহসী যোদ্ধাদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তারা যে বৈষম্যহীন, দুর্নীতিমুক্ত ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

নাগরিকদের সময়োপযোগী চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে, ডেঙ্গু প্রতিরোধে "ডেঙ্গু জাতীয় নির্দেশিকা ২০২৫" প্রণয়ন করা হয়েছে পাশাপাশি থ্রি-হুইলার যানবাহনের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে নীতিমালা প্রণয়ন, এবং জুলাই শহীদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও সড়ক নামকরণ, এই সবই দায়িত্বশীল নগর ব্যবস্থাপনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্থানীয় সরকার বিভাগ সারাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহীত নানা জনকল্যাণমুখী উদ্যোগ বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। তারই অংশ হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্ভরযোগ্য দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

নগরবাসীর নাগরিক সেবায় নিয়োজিত প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আন্তরিক প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠার কারণেই সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এই বার্ষিক প্রতিবেদন সেই ধারাবাহিকতা ও অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতেও এই সেবাধর্মী কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নাগরিকবান্ধব ও আধুনিক ঢাকা গড়ার পথে আমরা একসঙ্গে এগিয়ে যাব।

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

মাননীয় প্রশাসক
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

বাণী

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রম ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সকল সহকর্মীদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

দেশের সব থেকে প্রাচীন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এক ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। মুঘল আমলে ১৬০৮ সালে ঢাকা সর্বপ্রথম রাজধানীর মর্যাদা পেলেও তার বহু পূর্বে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঐতিহ্যবাহী বন্দর নগরী হিসেবে এ নগরীর গোড়াপত্তন হয়েছিল। ১৮১৩ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা শহর পরিচালনায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক গঠিত হয় "কমিটি ফর দি ইমপ্রুভমেন্ট অব দি সিটি অব ঢাকা অ্যান্ড আদার প্লেসেস ইমিডিয়েটলি অ্যাডজ্যাস্ট টু দি সিটি।" তারপর বুড়িগঙ্গার পানি গড়িয়েছে অনেকদূর। ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের পর স্থানীয় সরকার বিভাগ ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে। বর্তমান প্রশাসন যেমন ঢাকা নগরীর ঐতিহ্যকে ধারণ করছে ঠিক তেমনি জুলাই বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট নাগরিক প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট রয়েছে।

বর্তমান প্রশাসন সিটি কর্পোরেশনের আঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন, জলাবদ্ধতা নিরসন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক ও ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নাগরিক সুবিধাদির টেকসই উন্নয়নকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। নাগরিক সমস্যাদি সমাধানে সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগের সাথে নাগরিক সম্পৃক্তকরণ ও গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

শহিদ ফাইয়াজ, শহিদ আনাস ও শহিদ জুনায়েদের মতো জাতীয় বীরদের গর্বের সাথে বুকে ধারণ করা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন একটি পরিবেশবান্ধব, উন্নত ও বৈষম্যহীন ঢাকা বিনির্মাণে নিরলসভাবে কাজ করে যাবে।

মোঃ শাহজাহান মিয়া

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

বাণী

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রম ও অগ্রগতি প্রতিবেদন সম্মানিত নগরবাসী ও অংশীজনদের নিকট উপস্থাপন উদ্যোগে আমি আনন্দিত।

১৮০১ সালে ঢাকা নগরীর জনসংখ্যা ছিলো মাত্র দুই লাখ। সময়ের পরিক্রমায় এ শহরের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তার বহুগুণে বেড়েছে নগরীর জনসংখ্যা। বিপুল পরিমাণ এ জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী সেবা প্রদানের নিয়ত প্রয়াসে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ডিএসসিসি। ১০টি প্রশাসনিক অঞ্চল ও ৭৫ টি ওয়ার্ডে বিভক্ত এই সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর আওতায় কেন্দ্রীয়ভাবে ৩২ ধরণের নাগরিক সেবা এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক ১৪ ধরণের নাগরিক সেবা প্রদান করে চলেছে।

অপরিকল্পিত নগরায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, বর্ধিত জনসংখ্যা ও অপ্রতুল ট্রাফিক ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিজস্ব উৎস হতে রাজস্ব বৃদ্ধিসহ বহুমুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে নাগরিকদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিচ্ছে ডিএসসিসি। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করে ডিএসসিসি নাগরিক প্রত্যাশা পূরণে পূর্বের চেয়ে বেশি তৎপর রয়েছে।

প্রকাশিত এই প্রতিবেদনটি নগরবাসীর নিকট ডিএসসিসির জবাবদিহিতার দলিল হিসেবে গণ্য হবে। একদিকে নাগরিক সেবা অন্যদিকে নগরীর উন্নয়নের সাযুজ্যে ডিএসসিসির ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিশ্চিতকরণে প্রতিবেদনটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করছি।

আমি প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

মোঃ জহিরুল ইসলাম

সচিব
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

সম্পাদকীয়

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন নাগরিক সেবা প্রদান ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। নগরবাসীর নিকট প্রতিশ্রুত সেবা নিশ্চিতকরণ ও নগর উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি বদ্ধপরিকর ও অত্যন্ত আন্তরিক। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন "অগ্নিঝরা জুলাই অতঃপর .... নাগরিক প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ১ বছর" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশের মহতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও নাগরিক সেবা প্রদান বিষয়ক কার্যক্রম, চিহ্নিত করা হয়েছে নগরীর সুনির্দিষ্ট কিছু সমস্যা ও সম্ভাবনা। এ প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ রয়েছে, কর্পোরেশনের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূলতা, যার উত্তরণে রয়েছে সম্ভাব্য বাস্তবসম্মত ও সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মোট আয়তন ১০৯.২৪ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী প্রায় ৪৩ লক্ষ। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ক্রমবর্ধমান নগর আয়তন ও জনসংখ্যার সাথে তাল মিলিয়ে চলমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিক সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সড়ক উন্নয়নের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য শিশুপার্ক ও বিনোদন কেন্দ্র, আধুনিক মার্কেট ব্যবস্থাপনা, সড়ক বাতির উন্নয়ন, পরিচ্ছন্ন-স্বাস্থ্যকর ও আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবদ্ধতা নিরসন, খাল খনন ও নর্দমা সংস্কার, ওয়ার্ডভিত্তিক নাগরিক পরিষেবা বিস্তার, ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধসহ মশক নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সেবাখাতের আধুনিকায়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন প্রতিটি কাজে ডিজিটালাইজেশন ও ই-গভর্নেন্সের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। এছাড়া, কর্পোরেশন বর্তমানে অনলাইনের মাধ্যমে নাগরিকদের আবেদন, অভিযোগ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, অনলাইনে ই-হোল্ডিং ট্যাক্স ও ই-ট্রেড লাইসেন্স এর মত গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবা প্রদান করছে এবং প্রতিটি ওয়ার্ড ও আঞ্চলিক পর্যায়ে একই প্লাটফর্মে আনয়নে নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি নগরবাসীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহানগর জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা মহানগর শিশু হাসপাতাল ও নাজিরাবাজার মাতৃসদন কেন্দ্র পরিচালনাসহ আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিস ডেলিভারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং সাধারণ ও সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলরগণ অনুপস্থিত থাকায় সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক ২৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়। বর্তমানে এই পরিচালনা কমিটি'র সুপারিশ ও দিক নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ছাত্র জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আত্মদানকারী শহিদদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। শহিদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, সড়ক ও চত্বর নামকরণসহ শহিদদের কবর সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আত্মদানকারী শহিদগণ বাংলাদেশকে বৈষম্যহীনভাবে নতুন রাষ্ট্র গড়ার স্বপ্ন পূরণের যে সুযোগ এনে দিয়েছেন, আমরা সবাই মিলে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনকে সুষ্ঠু নগর উন্নয়ন ও নাগরিক সেবায় আরও গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে সে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যেতে চাই।

বর্তমানে ঢাকা মহনগরীতে অপরিকল্পিত নগরায়ন ও অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ, নাগরিক অসচেতনতা এবং বিশ্ব জলবায়ুগত পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব নগরীর বড় চ্যালেঞ্জ হলেও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে এবং নাগরিকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন যে কোন প্রতিকূলতা ও চ্যালেঞ্জ মোকবেলায় বদ্ধপরিকর।

এই প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকান্ডের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রয়াস গৃহীত হয়েছে। এছাড়া, আমরা আশা করছি- আমাদের এই প্রতিবেদন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবে এবং সম্মানিত নাগরিকদের নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে। সর্বোপরি, এ অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভাগীয় প্রধান এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

সারসংক্ষেপ

আধুনিক নগর ব্যবস্থাপনায় নাগরিক সম্পৃক্ততা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা এখন শুধু নীতি নয়, কার্যকর শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী নাগরিকদের তথ্য জানার সাংবিধানিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে, যা অবহিতকরণকে নাগরিক সম্পৃক্ততার প্রথম ধাপ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে যুক্ত করেছে। এই বাস্তবতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) ২০২৪-২৫ অর্থবছরের উন্নয়ন কার্যক্রম, চ্যালেঞ্জ, অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা সংবলিত এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

প্রেক্ষাপট ও প্রশাসনিক কাঠামো

২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে ডিএসসিসি এক নতুন প্রশাসনিক বাস্তবতায় প্রবেশ করে। স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) অধ্যাদেশ, ২০২৪ এর ধারা ১৩ ক অনুযায়ী নির্বাচিত মেয়র ও কাউন্সিলরদের অপসারণ করে সরকার ২৫ সদস্যের পরিচালনা কমিটি ও একজন প্রশাসক নিয়োগ করে।

বর্তমানে কর্পোরেশনটি ১০৯.২৪ বর্গকি. মি. আয়তনে ১০টি আঞ্চলিক কার্যালয় ও ৭৫টি ওয়ার্ড অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নাগরিকসেবা প্রদানের জন্য রয়েছে ৩২টি নগর ভবনকেন্দ্রিক সেবা ও ১৪টি ওয়ার্ডভিত্তিক সেবা।

অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ঘোষিত বাজেট ছিল ৬৭৬০.৭৪ কোটি টাকা। তবে রাজনৈতিক ও বাস্তব প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করে বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট নির্ধারণ করা হয় ২৬৬৭.৫৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে নগর সেবা, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বরাদ্দ সর্বাধিক গুরুত্ব পায়।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও জনস্বাস্থ্য

ডিএসসিসির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। বর্তমানে ৪৫০৮ জন কর্মী প্রতিদিন ২৭০০-২৮০০ টন গৃহস্থালির বর্জ্য এবং ১০০-১৫০ টন নর্দমার বর্জ্য অপসারণে নিয়োজিত আছেন।

অন্তর্বর্তীকালীন ৬৫টি বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র, ৭২টি প্রাথমিক সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠান এবং ১টি স্যানিটারি ল্যান্ডফিল্ড এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

মশক নিয়ন্ত্রণে এডাল্টিসাইডিং ও লার্ভিসাইডিং নিয়মিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে, রয়েছে পর্যাপ্ত কীটনাশকের মজুদ। এছাড়া নাগরিক সচেতনতায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযান চালানো হয়।

স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণ

ডিএসসিসি'র আওতায় রয়েছে ৩টি হাসপাতাল, ৩১টি নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৩১৮টি স্যাটেলাইট স্বাস্থ্যকেন্দ্র, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও মাতৃত্বকালীন সেবা নিশ্চিত করছে।

বিশেষ করে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে নগর স্বাস্থ্য বিভাগ, পরিচ্ছন্নতা বিভাগ এবং ওয়ার্ড কমিটিসমূহের সমন্বিত প্রচেষ্টা ইতিবাচক ফল বয়ে আনছে।

অবকাঠামো ও নগর উন্নয়ন

- ৪টি নতুন সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র নির্মাণ
- শহিদ জিয়া শিশু পার্ক আধুনিকীকরণ প্রকল্প
- ঢাকা সিটি নেইবারহুড আপগ্রেডিং প্রকল্পে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি
- ইনার সার্কুলার রিং রোড প্রকল্পে গড় অগ্রগতি ১৫% থেকে ২৮% এ উন্নীত
- যানজট নিরসনে ব্যাটারিচালিত ই-রিকশা চালুর উদ্যোগ ও ৫টি মেকানাইজড পার্কিংয়ের ৬০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও খাল সংস্কার

পরিবেশ রক্ষায় বন অধিদপ্তরের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। জিওবি ও ডিএসসিসির যৌথ অর্থায়নে কালুনগর, জিরানী, মান্ডা ও শ্যামপুর খালের পুনরুদ্ধার ও সংস্কার প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২০২৪ সালের কুরবানির পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ডিএসসিসি নিজস্ব যান ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের আগেই শতভাগ বর্জ্য অপসারণে সফলতা অর্জন করে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মরণ কার্যক্রম

- "জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ" নির্মাণ ও নগর ভবনে স্থায়ী ফটো গ্যালারি প্রতিষ্ঠা
- শহিদদের স্মরণে সড়ক ও চত্বর নামকরণ (যেমন: শহিদ জুনায়েদ চত্বর, শহিদ আনাস সড়ক)
- স্ট্রিট মেমোরি স্ট্যাম্প স্থাপন এবং কবরস্থানে শহিদদের স্মারক ফলক স্থাপন
- মাসব্যাপী বিশেষ পরিচ্ছন্নতা সপ্তাহ, সাইকেল র‍্যালি, নাগরিক সেবা সপ্তাহ, র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন।

উপসংহার

এই প্রতিবেদন ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও নাগরিক জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক বাস্তবতা ও প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মধ্যেও ডিএসসিসি নাগরিক সেবা, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষায় যে ভূমিকা পালন করছে, তা ভবিষ্যতের স্মার্ট, মানবিক ও সহনশীল নগর গঠনের ভিত্তি সুদৃঢ় করেছে।

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর ইতিহাস	১৭
আগামীর ঢাকা	২৫
রক্তাক্ত জুলাই	২৭
জুলাই অম্লান	৩৩
ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন কবরস্থানসমূহে দাফনকৃত শহিদগণের তালিকা	৩৮
অবকাঠামো উন্নয়ন	৪৩
সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নগর বিনির্মাণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৪৯
মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম	৫৩
পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম	৫৮
সমাজকল্যাণ	৬৬
সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা	৭২
নাগরিকবান্ধব সেবায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৭৩
জনসংযোগ ও নাগরিক সম্পৃক্ততা	৭৬
বাজেট ২০২৪-২০২৫	৮২
সচিত্র জুলাই	৮৪

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন
এর ইতিহাস

কালানুক্রমিক বৃত্তান্ত

ঢাকা, বাংলাদেশের রাজধানী, তার সমৃদ্ধ ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রশাসনিক গুরুত্বের জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিশেষভাবে সমাদৃত। প্রায় সাত শতাব্দী পূর্বে বুড়িগঙ্গা নদী তীরে গড়ে ওঠা এই নগরী শুরুতে একটি বন্দরনগরী হিসেবে আবির্ভূত হলেও, সময়ের বিবর্তনে এটি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ মহানগরীতে পরিণত হয়েছে।

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতায় ঢাকা নগর কর্তৃপক্ষ বা স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার কাঠামোও বিভিন্ন যুগে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে উন্নয়ন লাভ করেছে। মোঘল শাসনামল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান পর্ব পেরিয়ে, স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত নগর ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ আইন, কাঠামো এবং প্রশাসনিক সংস্কার গৃহীত হয়েছে।

ঢাকা মহানগরীর প্রশাসনিক কাঠামোর এই দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ পথচলা সময়োপযোগী পরিকল্পনা, জনসেবামূলক উদ্যোগ এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নগরবাসীর জীবনে ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে। নিচে ধারাবাহিকভাবে ঢাকা নগর কর্তৃপক্ষের ঐতিহাসিক বিবর্তন ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হলো, যা একটি আধুনিক, কার্যকর ও জনমুখী নগর পরিচালনা ব্যবস্থার বিকাশচিত্র তুলে ধরে।

মোঘল যুগে নগর প্রশাসন (১৬০৮-১৭৫৭)

১৬০৮ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীর ঢাকাকে বাংলার সুবা বা প্রদেশের রাজধানী ঘোষণা করলে নগর প্রশাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। প্রথম সুবেদার ইসলাম খান চিশতির নেতৃত্বে নগর উন্নয়ন ও পরিকল্পিত নগরায়ণের সূচনা হয়। শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নের অংশ হিসেবে তিনি চকবাজার থেকে সূত্রাপুর লোহারপুল পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার দীর্ঘ ইটের রাস্তা নির্মাণ করেন, যা তৎকালীন একটি ব্যতিক্রমধর্মী অবকাঠামোগত অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

মোঘল শাসনামলে নগর ব্যবস্থাপনা মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত হতো। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিচ্ছন্নতা এবং নাগরিক কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য সরকারিভাবে প্রশাসনিক ও সামাজিক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নগর পুলিশ, হাকিম ও কাজীদের মাধ্যমে জননিরাপত্তা ও নৈতিক মূল্যবোধ সংরক্ষণের চেষ্টা করা হতো। ঢাকার সামরিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব এই সময় বিশ্বমানচিত্রে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়, যেখানে এটি ১২তম শক্তিশালী নগর হিসেবে বিবেচিত হতো।

মোঘল আমলের এই সময়কাল ঢাকার প্রশাসনিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত, যা পরবর্তীতে ব্রিটিশ ও আধুনিক প্রশাসনিক কাঠামোর ভিত্তি রচনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ঔপনিবেশিক যুগ ও পৌর ব্যবস্থার সূচনা (১৭৫৭-১৮৬৪)

১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন আরম্ভের পর নগরের উন্নয়ন বন্ধ হয়ে শোষণমূলক প্রশাসন গড়ে ওঠে। ১৮১৩ সালে ম্যাজিস্ট্রেট জেমস ওল্ডহ্যামের উদ্যোগে 'কমিটি ফর দি ইমপ্রুভমেন্ট অব ঢাকা' গঠন করা হয়, যা পরবর্তীতে ১৮২৩ সালে 'কমিটি অব ইমপ্রুভমেন্ট' নামে কার্যক্রম পরিচালনা করে। অবশেষে ১৮৬৪ সালের ১ আগস্ট 'ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কমিটি' গঠনের মাধ্যমে আধুনিক পৌর ব্যবস্থার সূচনা হয়। প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. স্কিনার, ভাইস চেয়ারম্যান ছিলেন শিক্ষক জর্জ বিলার্ট। ১৮৮৪ সালে প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান হন আনন্দ চন্দ্র রায় চৌধুরী। ব্রিটিশ আমলে পানি সরবরাহ, বৈদ্যুতিক বাতি ও রাস্তা নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে এবং মহল্লাভিত্তিক পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু হয়। এই সময়ে ১৫ জন চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালন করেন, বিশেষ করে খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ কুমার দাস ও খাজা নাজিমুদ্দীন উল্লেখযোগ্য।

পাকিস্তান আমলে প্রশাসনিক রূপান্তর (১৯৪৭-১৯৭১)

১৯৪৭ সালে ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী হলে প্রশাসনিক গুরুত্ব বাড়ে। তবে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত নির্বাচনের অভাবে পৌরসভা সরকার মনোনীত ব্যক্তিদের মাধ্যমে পরিচালিত হত। ১৯৬০ সালে 'মিউনিসিপ্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অর্ডিন্যান্স' প্রণয়ন করে সরকার কর্মকর্তা মনোনীত করে চেয়ারম্যান নিয়োগের বিধান চালু করে। পৌরসভার প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হয়; সাতটি ওয়ার্ডকে ৩০টি ইউনিয়নে বিভক্ত করা হয় এবং ইউনিয়ন চেয়ারম্যানদের পৌরসভার সদস্য করা হয়। পানাউল্লাহ আহমেদ, কাজী গোলাম আহাদ, আবুল খায়ের, মইন উদ্দিন আহমেদ ও মেজর (অব.) এ এস খানসুর এই সময়ে পৌর প্রশাসনের নেতৃত্ব দেন। এই আমল আমলাতান্ত্রিক ছিল এবং নাগরিক অংশগ্রহণ সীমিত ছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনা ও আধুনিক পৌর ব্যবস্থার ভিত্তিপ্রস্তর (১৯৭১-১৯৮২)

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর ঢাকা নগরীর প্রশাসনিক কাঠামোতে এক ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। পাকিস্তান আমলের পৌর ব্যবস্থার পরিণতিতে একটি কার্যকর ও গণমুখী স্থানীয় সরকার গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। তবে শুরুতেই তা সম্ভব হয়নি। রাষ্ট্রপতির ৭ নম্বর আদেশ অনুযায়ী ১৯৭১ সালে পৌর সংস্থাগুলোর পূর্ববর্তী রূপ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২২ নম্বর আদেশের মাধ্যমে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন আনা হলেও বাস্তব কার্যক্রমে পূর্বের মতোই প্রশাসকনির্ভর ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে খালেদ শামস, মঞ্জুরুল করিম, এইচ এন আশিকুর রহমান এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল (অব.) হাশেম উদ্দিন আহমেদ প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে ১৯৭৭ সালে, যখন প্রথমবারের মতো ঢাকায় সরাসরি ভোটে নির্বাচিত কমিশনারদের নিয়ে পৌরসভা গঠন করা হয়। এই নির্বাচন স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পথ প্রশস্ত করে। ১৯৭৭ সালের ৩১ অক্টোবর ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত ঢাকা পৌরসভার প্রথম নির্বাচিত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ১৯৭৮ সালে পৌরসভাকে 'ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন' হিসেবে উন্নীত করা হয়, যা ঢাকার আধুনিক নগর পরিচালনার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। এই সময় থেকেই ঢাকার নাগরিক সেবা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রক্রিয়া একটি নতুন গতি লাভ করে।

ঢাকা মহানগরীর রূপান্তর ও আধুনিক সিটি করপোরেশন গঠনের ধারাবাহিকতা (১৯৮৩-বর্তমান)

১৯৮৩ সালে সরকার 'ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অর্ডিন্যান্স' জারি করে ঢাকার পৌর ব্যবস্থাকে আধুনিক ও বিস্তৃত কাঠামোয় রূপ দেয়। এই অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কর্পোরেশনের ওয়ার্ড সংখ্যা ৭৫টিতে উন্নীত হয়, সংরক্ষিত নারী আসনের সংযোজন হয় এবং নির্বাচিত কমিশনারদের মধ্য থেকে একজন মেয়র ও তিনজন ডেপুটি মেয়র মনোনীত করার বিধান চালু হয়। এই সময় মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত মো. নাজিউর রহমান মঞ্জু মনোনীত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে কর্পোরেশনের নাম পরিবর্তন করে 'ঢাকা সিটি করপোরেশন' রাখা হয় এবং প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অংশ হিসেবে পুরো মহানগরীকে ১০টি আঞ্চলিক অফিসে ভাগ করা হয়। ব্যারিস্টার আবুল হাসনাত ছিলেন সিটি করপোরেশনের প্রথম মেয়র।

১৯৯৩ সালে 'ঢাকা সিটি করপোরেশন (সংশোধনী) আইন' অনুযায়ী মেয়র ও কমিশনারদের সরাসরি জনতার ভোটে নির্বাচনের বিধান চালু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৪ সালে মোহাম্মদ হানিফ ঢাকার প্রথম সরাসরি নির্বাচিত মেয়র হন এবং নাগরিক সেবা ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যুক্ত করেন। ২০০২ সালে সাদেক হোসেন খোকা দ্বিতীয় নির্বাচিত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ২০১১ সাল পর্যন্ত টানা নয় বছর সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। এই সময়ে ওয়ার্ড সংখ্যা ৯০-এ উন্নীত হয় এবং ৩০টি নারী আসন সংরক্ষিত রাখা হয়, যা নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

নগর ব্যবস্থাপনায় আরও দক্ষতা ও বিকেন্দ্রীকরণ আনতে ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর 'স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) সংশোধনী বিল-২০১১' অনুসারে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ঢাকা সিটি করপোরেশনকে বিভক্ত করা হয়। এর ফলে গঠিত হয় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন। দক্ষিণ করপোরেশন শুরুতে ৫টি অঞ্চল ও ৫৭টি ওয়ার্ড নিয়ে যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ২০১৬ সালে আরও ৮টি ইউনিয়ন একীভূত করে নতুন ১৮টি ওয়ার্ড যুক্ত করা হয়, ফলে মোট ওয়ার্ড সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫টি।

এই ধারাবাহিকতায়, ২০১৫ সালের ২৮ এপ্রিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং মোহাম্মদ সাঈদ খোকন মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর ২০২০ সালের নির্বাচনে ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস মেয়র নির্বাচিত হন এবং ১৬ মে ২০২০ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০২৪ সালে 'সিটি করপোরেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৪'-এর অধীনে মেয়র ও কাউন্সিলদের অপসারণ এবং প্রশাসক নিয়োগসহ করপোরেশন পরিচালনায় নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

ঢাকার নগর কর্তৃপক্ষের এই ধারাবাহিক বিবর্তন শুধু প্রশাসনিক কাঠামোর নয়, বরং নাগরিক জীবনের সার্বিক উন্নয়ন ও আধুনিক নগর পরিচালনার এক জটিল ও গতিশীল ইতিহাসের বহিঃপ্রকাশ।

সম্প্রতি প্রশাসনিক পরিবর্তন (২০২০-২০২৪)

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর ১৯ আগস্ট স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. শের আলী প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত হন। ২৩ সেপ্টেম্বর জনাব মো. নজরুল ইসলাম প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব নেন। একই মাসে নির্বাচিত কাউন্সিলরদের অপসারণ করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়, যা নগর প্রশাসনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ জনাব মোঃ শাহজাহান মিয়া প্রশাসক পদে যোগদান করেন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত এ দায়িত্ব পালন করছেন।

উপসংহার

ঢাকা নগর কর্তৃপক্ষের ইতিহাস বহুমাত্রিক ও গতিশীল প্রশাসনিক বিবর্তনের এক অনন্য নিদর্শন। মোঘল আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের প্রশাসনিক কাঠামো এবং স্বাধীন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক পৌর ব্যবস্থার মাধ্যমে নগর প্রশাসন ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়েছে। কখনো নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, কখনো প্রশাসক ও কখনো কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে নগর পরিচালিত হলেও, ঢাকা সবসময় বাংলাদেশের প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনচর্চার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে অবস্থান করে এসেছে। এই বিবর্তন আধুনিক নগর পরিকল্পনা ও জনসেবার ধারায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং ঢাকাকে একটি গতিশীল ও আধুনিক মহানগরী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এক নজরে

প্রশাসনিক জোনের সংখ্যা	১০ টি
প্রশাসনিক ওয়ার্ডের সংখ্যা	৭৫
জনসংখ্যা	৩৮,৮৩,৪২৩ জন (আদমশুমারী ২০১১ অনুযায়ী) ৪২,৯৯,৩৪৫ জন (জনশুমারী ২০২২ অনুযায়ী)
ভোটার	২৩ লাখ ৬৭ হাজার ৪৮৮ জন (২০২০)
আয়তন	১০৯.২৪ বর্গ কি.মি.
থানার সংখ্যা	২৩টি
রাস্তা	১৬৫৬.৩৭ কি.মি.
নর্দমা (ড্রেন) (খোলা)	৪৬৬.৪৩ কি. মি.
নর্দমা (ড্রেন) (পাইপ)	৭১৫.৭৩ কি. মি.
ফুটপাত	২৩১.৪৮ কি.মি.
মিডিয়ান	৬০.২৩ কি.মি.
আন্ডারপাস	১টি
পথচারী পারাপার সেতু (ফুটওভার ব্রীজ)	৩৩টি
উড়াল সেতু (ফ্লাইওভার)	৩টি
সড়ক বাতির (এলইডি) সংখ্যা	৬১৪৮৩ টি
পার্ক	৩০টি
খেলার মাঠ	১৮টি
গণশৌচাগার (পাবলিক টয়লেট)	৭০টি
কসাইখানা	২টি
রিক্সার সংখ্যা (নিবন্ধিত)	১৮২৬৩০টি
নিয়োজিত প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহকারী সেবা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা (PCSP)	৭২ টি
সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র	৩৭ টি
পাঠাগার (ডাদসিক)	৮ টি
শরীর চর্চা কেন্দ্র (ব্যায়ামাগার)	২৫ টি
সঙ্গীত বিদ্যালয়	১২ টি
স্যানেটারি ল্যান্ডফিল স্টেশন	১টি
অন্তর্বর্তীকালীন বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র	৬৫

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা

অস্বাস্থ্যকর ইমারত ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

পাবলিক টয়লেট

জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রি

সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ

স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন ইত্যাদি

জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন

হাসপাতাল ও ডিসপেনসারি

চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা

পানি সরবরাহ

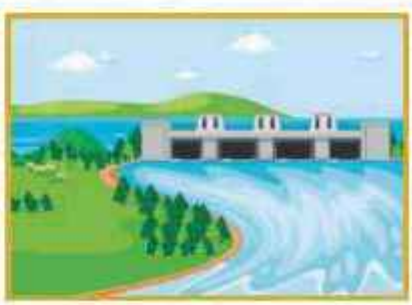

পানি নিষ্কাশন

সরকারি জলাধার

সাধারণ খেয়া পারাপার

সাধারণের বাজার

খেলার মাঠ

কসাইখানা

পশুপালন

বেওয়ারিশ পশু

শহর পরিকল্পনা

পশুর মৃতদেহ অপসারণ

পশুশালা ও খামার

গবাদিপশু বিক্রয় রেজিস্ট্রিকরণ

ভূমির উন্নয়ন

বিভিন্ন কর আদায়

ট্রেড লাইসেন্স প্রদান

ইমারত সম্পর্কিত প্রবিধান

সাধারণের রাস্তা

যানবাহন নিয়ন্ত্রণ

রাস্তা ধোয়ার ব্যবস্থা

বৃক্ষ রোপণ

গাছ, পার্ক, উদ্যান ও বন

গোরস্থান ও শ্মশান

রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা

আগামীর ঢাকা

ঢাকা শহর ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রেক্ষাপট

প্রায় ৪০০ বছরের পুরনো ঢাকা শহর আজ বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ নগরীতে পরিণত হয়েছে, যেখানে বসবাস করে প্রায় এক কোটিরও বেশি মানুষ। শুরুতে পরিকল্পনার অভাব থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকাকে আধুনিক ও বাসযোগ্য নগরীতে রূপান্তরের উদ্দেশ্যে নানা ধরণের মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা-প্রযুক্তির অভাব, আর্থিক সীমাবদ্ধতা, সমন্বয়ের অভাব এবং প্রশাসনিক জটিলতা অন্যতম। ১৯১৭ সালে প্রথম বৃটিশ সরকার কর্তৃক ঢাকার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। ১৯৫৬ সালে ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট (বর্তমানে রাজউক) গঠনের পরে ১৯৫৯ সালে প্রথম মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সালে রাজউক ঢাকা মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে এবং ২০১০ সালে ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান এবং ২০২২ সালে সর্বশেষ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। আগামী ২০-৩০ বছরে ঢাকাকে টেকসই, নিরাপদ, স্মার্ট ও আধুনিক নগরীতে রূপান্তর করার জন্য একটি সুসংহত ও অংশগ্রহণমূলক নগর পরিকল্পনার প্রয়োজন। বর্তমান পরিস্থিতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থান, অবকাঠামো, পরিবহন, পরিবেশ ও নাগরিক সেবার ওপর চাপ বেড়েই চলেছে, যা ঢাকার ভবিষ্যৎ গঠনে সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা আরো প্রকট করে তোলে।

আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা ও ডিজিটাল সেবা

ঢাকাকে একটি স্মার্ট নগরীতে রূপান্তর করতে হলে পরিবহন ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে। যানজট ঢাকার একটি স্থায়ী সমস্যা, যা প্রতিদিন মানুষের সময়, অর্থ এবং মানসিক শক্তি নষ্ট করছে। এই সমস্যা সমাধানে উন্নত গণপরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোনো বিকল্প নেই। মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, ওয়াটার বাস, স্মার্ট ট্রাফিক সিগনালিং ও প্রি-পেইড স্মার্ট টিকেটিং প্রযুক্তির সংযোজনের মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজ, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব করা সম্ভব। সড়ক, রেল ও জলপথকে একত্রে সংযুক্ত করে ইন্টিগ্রেটেড ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দ্রুত ও নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করা যাবে। ঢাকার সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যমে পায়ে হেঁটে চলাচলের জন্য উপযুক্ত ফুটপাত, সাইকেল লেন এবং নির্দিষ্ট পার্কিং স্পেস তৈরি করাও স্মার্ট নগরীর অবিচ্ছেদ্য অংশ।

সবুজ নগরী ও পরিবেশ রক্ষা

টেকসই উন্নয়নের জন্য ঢাকার পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। অতিরিক্ত জনসংখ্যা, দখলকৃত খাল-নদী, নির্বিচারে গাছ কাটা, নিয়ম বহির্ভূত স্থাপনা নির্মাণ এবং দূষণ শহরের পরিবেশকে হুমকির মুখে ফেলেছে। তাই ঢাকাকে বাসযোগ্য রাখতে হলে নগর পরিকল্পনার মধ্যে আরও বেশি পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, ছায়াযুক্ত পথ, এবং সবুজ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে 'নগর বাগান' বা সবুজ অঞ্চল গড়ে তোলা যেতে পারে। সূর্যশক্তি ও অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস ব্যবহার বাড়াতে হবে, বিশেষ করে সরকারি ভবন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। ইলেকট্রিক যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় কঠোর নিয়মনীতি প্রয়োগ করে শহরের দূষণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব। এই সব কার্যক্রম শহরের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

আবাসন ও নাগরিক সেবা

নগরের উন্নয়ন মানেই কেবল অবকাঠামোর প্রসার নয়, বরং মানুষের জন্য নিরাপদ, সম্মানজনক ও সাশ্রয়ী জীবনযাপন নিশ্চিত করা। ঢাকায় বাসস্থান একটি বড় চ্যালেঞ্জ, বিশেষত নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য। পরিকল্পিতভাবে পুনর্বাসন ও নতুন আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকটা সমাধান করা যেতে পারে। সরকার এবং বেসরকারি খাত একত্রে কাজ করলে সাশ্রয়ী আবাসন ও সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। এছাড়া, নাগরিক সেবার মান বাড়াতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি, বিদ্যুৎ ও নিরাপত্তা সেবার উন্নয়ন অপরিহার্য। জলাবদ্ধতা নিরসনে ওয়াসার ড্রেনেজ মাস্টার প্ল্যানকে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক হালনাগাদ করতে হবে। সেবা সহজিকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ করার জন্য সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমকে ৮ টি সরকারি সংস্থায় বিভাজন করা হয় কিন্তু পৃথক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতায় বর্তমানে সেবার প্রদান আরো বেশি জন দুর্ভোগ বয়ে আনছে। সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয়, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং আইন-বিধির যুগোপযোগী সংস্কার এই সেবাগুলোর গুণগত মান বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। নগর সরকার গঠনের মাধ্যমে নগরের সকল জনসেবা এক ছাদের নিচে আনা সম্ভব। নগরের প্রতিটি নাগরিক যেন তার প্রাপ্য সেবা পায়, সেটাই হতে হবে পরিকল্পনার কেন্দ্রবিন্দু।

অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন ও টেকসই ভবিষ্যৎ

টেকসই নগর উন্নয়নের জন্য শুধু সরকার নয়, বরং জনগণ, প্রশাসন এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এসডিজি গোল ১১ অনুযায়ী, ঢাকা শহরকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, স্থিতিশীল ও টেকসই নগরীতে রূপান্তরের জন্য তাত্ত্বিক পরিকল্পনার পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক বাস্তব কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ জরুরি। নদী-খাল দখলমুক্ত করা, ঝুঁকি মানচিত্র তৈরির মাধ্যমে জলবায়ু সহিষ্ণু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, এবং নগর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে বনায়ন ও জলাশয় সংরক্ষণসহ অনেক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। স্থানীয় সরকারকে সঠিক বাজেট বরাদ্দ, জনসম্পৃক্ততা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে এগিয়ে আসতে হবে। সাধারণ জনগণকেও সচেতন হতে হবে পরিবেশ রক্ষা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, এবং নাগরিক অধিকার রক্ষায়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই আগামী দিনের ঢাকা হতে পারে একটি স্মার্ট, সবুজ, পরিবেশবান্ধব ও বাসযোগ্য আধুনিক নগরী।

রক্তাক্ত
জুলাই

রক্তে ভুলবি

রক্ত দিয়ে
কিনিয়ে এনেছি
বিজয়!

আমরাই
বিজয়

যদি তুমি
ভয় পাও তবে
তুমি শেষ
যদি তুমি রুখে
দাঁড়াও তবেই
বাংলাদেশ

ভালো মানুষ
ভালো দেশ
স্বর্গভূমি বাংলাদেশ

"আমি চির বিদ্রোহী বীর
বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা
চির উন্নত শির!"

আমি রুখে দাঁড়ালেই
রুখে দাড়াঁবে
বাংলাদেশ

ASA.CU

সমতল থেকে পাহাড়
এবারের মুক্তি
সবার

দেশটা কার ?
আমার, আপনার, সবার

জুলাই
বিপ্লব

পানি
লাগবে
পানি ?

যতবারই হত্যা
করো,
জন্মাবো
আবার।

আমার এই অক. ছড়িয়ে যাক
মানবে না হার গণজোয়ার
দাঁড়াবো. উঠে দাঁড়াবো....!

জুলাই অম্লান

ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতি সম্বলিত 'জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ'

২০২৪ এর ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহিদ ও আহত ছাত্র জনতার স্মৃতি অম্লান রাখার স্বার্থে ওসমানী উদ্যানে "জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ" নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত স্তম্ভের ব্রোঞ্জ ধাতুর নির্মিত টাওয়ারে জুলাই শহিদদের নাম খোদাইকৃত অবস্থায় থাকবে, যা হতে আলো বিচ্ছুরণের মাধ্যমে চারদিকে আভা ছড়িয়ে দিবে। স্তম্ভ হতে শহিদদের নাম আলোয় জ্বল জ্বল করবে। স্তম্ভের পাদদেশের চতুর্দিকে অর্ধগোলাকার অংশে বৃটিশ আমল হতে ৫২, ৭১ ও ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস সম্বলিত ভাস্কর্যের কাজ করা হবে।

স্মৃতি স্তম্ভের দুইপাশে প্রবেশ পথে ২৪ এর ইংরেজি অক্ষরের অনুরূপ আকৃতির প্রবেশ গেইট নির্মাণ করা হবে। যার ভেতর দিয়ে প্রবেশের সময় সকলের কাছে ২৪ এর স্মৃতি সমুজ্জল থাকবে। এছাড়া শহিদগণের নাম সম্বলিত এপিটাফ নির্মাণ করা হবে যাতে সকল শহিদের স্মৃতি একই স্থানে ধরে রাখা যায়।

সর্বোপরি জুলাই স্মৃতি ধারণে এই স্তম্ভ হবে জাতীয় পর্যায়ের একটি স্থাপনা। উন্নয়নমূলক কাজটি বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

মোট প্রাক্কলন ব্যয়ঃ ৪৬৪১.২৪ লক্ষ টাকা। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট কাজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, যা NOA অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। অনুমোদন হওয়ার সাথে সাথে মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজ শুরু হবে।

ধূপখোলা মাঠ সংলগ্ন (অঞ্চল-৫) শহিদ জুনায়েদ চত্বর উদ্বোধন (৭ জুলাই ২০২৫)

ধূপখোলা মাঠ সংলগ্ন (অঞ্চল-৫) শহিদ শাহারিয়ার খান আনাস সড়ক উদ্বোধন (৭ জুলাই ২০২৫)

পুরাতন ধানমন্ডি ২৭ নং রোডের নাম পরিবর্তনপূর্বক শহিদ ফারহান ফাইয়াজ সড়ক নামকরণ (১৭ মে ২০২৫)

জুলাই ২০২৪ এ ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে শহিদগণের সমাধিস্থল সংরক্ষণ
ও শহিদগণের প্রাণ বিসর্জনের স্থানে শহিদগণের নামে Street Memory Stump নির্মাণ

ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন কবরস্থানসমূহে দাফনকৃত শহিদগণের তালিকা

জুলাই ২০২৪ ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে
ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন কবরস্থানসমূহে দাফনকৃত শহিদগণের তালিকা

আজিমপুর কবরস্থান:

ক্র নং	গেজেট নম্বর ও পৃষ্ঠা	শহিদদের নাম, বয়স, পিতা ও মাতার নাম	বর্তমান / স্থায়ী ঠিকানা	সমাহিত করার তারিখ	রেজিষ্ট্রারে এন্ট্রি নম্বর	কবর সনাক্তকরণ চিহ্ন/পরিচিতি নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	গেজেট ২০৮ পৃষ্ঠা-২৫৪	**মোঃ মোবারক হোসেন** পিতা- রমজান আলী বয়স-১৩ বছর	১১/৭, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, বক্স কালভার্ট কলাবাগান,ঢাকা।	২১/০৭/২৪	৪৪৮/ ২৮১৪৮	লেনঃ এ-১৮৪
০২	গেজেট -১৮৫ পৃষ্ঠা-২৫২	**মোঃ বাবুল হাওলাদার** পিতা-মৃত জাবেদ আলী হাওলাদার, মাতা: মৃত সুফিয়া বেগম, বয়স-৫২ বছর	৩১৪/১/গ, উলন রামপুরা, ঢাকা	২৮/০৭/২৪	৬০৮/ ২৮৩০৮	লেনঃ এ-৮৫
০৩	গেজেট ২৪৩ পৃষ্ঠা-২৫৮	**মোঃ ইয়াকুব** পিতা-মৃতঃ ইউসুফ মিয়া, মাতা: রহিমা আক্তর বয়স-৪৩ বছর	৫৮নং নাজিম-উদ্দিন রোড, বংশাল,ঢাকা	০৫/০৮/২৪	৭৩২/ ২৮৪৩২	লেনঃ এ-১২১
০৪	গেজেট ৮০৮ পৃষ্ঠা-৩১০	**শাহ মাসুদুর রহমান জনি** পিতা-মৃতঃ মোঃ জাবাল হোসাইন, বয়স-৩৫ বছর	১৬৩, সিদ্দিক বাজার, বংশাল, ঢাকা	০৫/০৮/২৪	৭৩৬/ ২৮৪৩৬	লেনঃ এ-৫৮
০৫	গেজেট ৭৮০ পৃষ্ঠা-৩০৭	**রমিজ উদ্দিন আহম্মেদ** পিতা-এ কে এম রকিবুল আহম্মেদ মাতা: রাবেয়া সুলতানা, বয়স-২১ বছর	৩৮ ললিত মোহন দাস লেন, লালবাগ, ঢাকা	০৪/০৮/২৪	৭২৩/ ২৮৪২৩	লেনঃ এ-৪০
০৬	গেজেট ২৪২ পৃষ্ঠা-২৫৭	**মোঃ ইয়াসিন আহম্মেদ রাজ** পিতা-ফারুক আহম্মেদ বয়স-৩১ বছর	৮, কেপি ঘোষ স্ট্রীট, বংশাল, ঢাকা	০৫/০৮/২৪	৭৪২/ ২৮৪৪২	লেনঃ এ-৫৪
০৭	গেজেট -২২২ পৃষ্ঠা-২৫৬	**মোঃ রুমান** পিতা- স্বপন বেপারী বয়স-২৯ বছর	৩৭ নং নবীপুর লেন,হাজারীবাগ ঢাকা।	১৯/০৭/২৪	৪১৪/ ২৮১১৪	লেনঃ এ-৪২
০৮	গেজেট -৮২১ পৃষ্ঠা-৩১১	**মোঃ ইসমাইল** পিতা- মোঃ জসিম বয়স-১৭ বছর	লোহার ব্রীজ, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা	২০/০৭/২৪	৪৩২/ ২৮১৩২	লেনঃ এ-১৮৫
০৯	গেজেট -২৬৬ পৃষ্ঠা-২৫৯	**মোঃ শুভ** পিতা- মোঃ আকুল হোসেন বয়স-১৯ বছর	হাজারীবাগ, বউ বাজার, ঢাকা।	২০/০৭/২৪	৪৩৪/ ২৮১৩২	লেনঃ এ-১৮৫
১০	গেজেট ২৭০ পৃষ্ঠা-২৬০	**মোঃ মনিরুল ইসলাম অপু** পিতা-মৃতঃ ফজল বেপারী, মাতা: মৃতঃ শহর বানু বয়স-৫৫ বছর	৭, গোলকপাল লেন, কোতয়ালী, ঢাকা	০৫/০৮/২৪	৭৪৪/ ২৮৪৪৪	লেনঃ এ-১৩৯

ক্রম নং	গেজেট নম্বর ও পৃষ্ঠা	শহিদদের নাম, বয়স, পিতা ও মাতার নাম	বর্তমান / স্থায়ী ঠিকানা	সমাহিত করার তারিখ	রেজিস্ট্রারে এন্ট্রি নম্বর	কবর সনাক্তকরন চিহ্ন/পরিচিতি নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১১	গেজেট ৬১১ পৃষ্ঠা-২৯০	শাহ জাহান পিতা- মোঃ ইমান আলী মাতা: মৃত: শহর বানু বয়স-২৬ বছর	টাঁন মসজিদ কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা	১৬/০৭/২৪	৩৬৮/ ২৮০৬৮	লেনঃ এ-১৯৩
১২	গেজেট ৭৩৮ পৃষ্ঠা-৩০৩	মোঃ সাইফুল ইসলাম পিতা-মৃত: কুদ্দুস শিকদার বয়স- ৪২ বছর	৭০/১ হাজারীবাগ রোড, হাজারীবাগ ঢাকা	০৭/০৮/২৪	৭৪৯/ ২৮৪৪৯	লেনঃ এ-১৮২
১৩	গেজেট ৭৫৬ পৃষ্ঠা-৩০৫	মোঃ আলী পিতা-মৃত: ইদ্রিস চকিদার বয়স-৩৮ বছর	এমারত মিয়ার বাড়ী, ১৫, রোড: ০২, কামরাঙ্গীরচর ঢাকা	১৯/০৭/২৪	৪৪৯/ ২৮৪৪৯	লেনঃ এ-৭০
জুরাইন কবরস্থান:						
০১	গেজেট ৮২৯	রাসেল মিয়া বয়সঃ ২৬ বছর ৫ মাস ২২ দিন পিতাঃ আবুল কাশেম মাতাঃ মাকসুদা বেগম	১১৮৫, মোহাম্মদ বাগ কদমতলী, ঢাকা- ১২৩৬	১৯/০৭/২০২৪	১৩৬/ ২৯৪৩৬	
০২	গেজেট ৫৮৬	মোঃ মেহেদী হাসান বয়সঃ ১৭ বছর ০৭ দিন পিতাঃ মেহের আলী মাতাঃ পারভীন বেগম	চরলক্ষী থানাঃ লালমোহন জেলাঃ ভোলা	২১/০৭/২০২৪	১৫৪/ ২৯৪৫৪	
০৩	গেজেট ৪৯৬	মোঃ শাকিল বয়সঃ ২০ বছর পিতাঃ মৃত মোঃ দুলাল মাতাঃ হেলেনা	মাদ্রাসা রোড, ৩০৭ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪	২১/০৭/২০২৪	১৫৫/ ২৯৪৫৫	
০৪	গেজেট ১৪৪	মোঃ হাবিব বয়সঃ ৪৫ বছর ২ মাস ১০ দিন পিতাঃ মোঃ শফিউল্লাহ মাতাঃ আছিয়া খাতুন	পুরাতন ধনিয়া, কদমতলী, ঢাকা-১২৩৬	২১/০৭/২০২৪	১৫৬/ ২৯৪৫৬	
০৫	গেজেট ৪২৬	মোঃ ইমরান বয়সঃ ২০ বছর ০৭ মাস ০৭ দিন পিতাঃ মোঃ আলম মাতাঃ জাহানারা	৩০২ ধনিয়া,রসুলপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬	২২/০৭/২০২৪	১৬৩/ ২৯৪৬৩	
০৬	গেজেট ৭৪০	শেখ মাহদী হাসান জুনায়েদ বয়সঃ ১৪ বছর ০৯ মাস ২৮ দিন পিতাঃ শেখ জামাল হাসান মাতাঃ সোনিয়া জামাল	৬০/এ ডিষ্টিলারী রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪	০৫/০৮/২০২৪	২৬১/ ২৯৬৬১	
০৭	গেজেট ৭৯২	শাহরিয়ার খান আনাস বয়সঃ ১৬ বছর ০৯ মাস ২২ দিন পিতাঃ সাহরিয়া খান পলাশ মাতাঃ সানজিদা খান দিপ্তী	৮৮/১, দীননাথ সেন রোড, গেন্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪	০৫/০৮/২০২৪	২৬২/ ২৯৬৬২	

ক্র নং	গেজেট নম্বর ও পৃষ্ঠা	শহিদদের নাম, বয়স, পিতা ও মাতার নাম	বর্তমান / স্থায়ী ঠিকানা	সমাহিত করার তারিখ	রেজিষ্ট্রারে এন্ট্রি নম্বর	কবর সনাক্তকরন চিহ্ন/পরিচিতি নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০৮	গেজেট ১৯৮	**মোঃ রাজিব হোসেন** বয়সঃ ২৯ বছর ১১ মাস ১৫দিন পিতাঃ মোঃ তোফাজ্জল হোসেন মাতাঃ মোসাঃ জাহানারা বেগম	১৮২৯ ৩নং স্মৃতিধারা ধনিয়া কদমতলী ঢাকা-১২৩৬	২১/০৭/২০২৪	১৫২/ ২৯৪৫১	
০৯	গেজেট ৭৪২	**মোঃ রেজাউল করিম** বয়সঃ ১৫ বছর ০৬ মাস ০৪দিন পিতাঃ মোঃ আল আমিন মীর মাতা ঃ রাশিদা বেগম	৩৯ দ: মীর হাজিরবাগ, পাইপ রাস্তা, শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪	০৫/০৮/২০২৪	২৫৭/ ২৯৬৫৭	
১০	গেজেট ২৫	**মোঃ রশিদ** বয়সঃ ৪০ বছর ২ মাস ০১ দিন পিতাঃ মোঃ ইসমাইল মাতাঃ মোছাঃ রাশিদা বেগম	১৪ শ্যামপুর হাই স্কুল রোড কদমতলী, ঢাকা	০৬/০৮/২০২৪	২৬৯/ ২৯৬৬৯	
১১	গেজেট ১৬৭	**মোঃ সাব্বির হাওলাদার** বয়সঃ ২২ বছর ০৭ মাস ২১দিন পিতাঃ মোঃ জসিম হাওলাদার মাতা ঃ সাবিনা খাতুন	৪৬৩ মুরাদপুর হাই স্কুল রোড,জুরাইন কদমতলী ঢাকা- ১২০৪	০৭/০৮/২০২৪	২৭৯/ ২৯৬৭৯	
১২	গেজেট ৮০৬	**মোঃ রায়হান** পিতা: সালাউদ্দিন	পূর্ব চড়াইল, কালিন্দী, কেরাননীগঞ্জ, ঢাকা	০৬/০৮/২০২৪	২৬৬/ ২৯৬৬৬	
১৩	গেজেট ২৮	**মোঃ বিজয়** পিতাঃ মোঃ দুলাল হোসেন মাতাঃ সাহিদা বয়সঃ ৩৮ বছর ০৬ মাস ০৫ দিন	দক্ষিণ কুতুবখালী, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	২৩/০৮/২০২৪	৮৫/ ২৯৭৮৫	লেন: খ রোড ১২ কবর নম্বর ৫৪
১৪	গেজেট ২১	**হাসিব আহাসান** পিতা: আহসান হাবিব মাতা: খালেদা আহসান বয়সঃ ৫০ বছর ০২ মাস ০৩দিন	২৬ রোড-৩,সি ব্লক বনশ্রী পূর্বরামপুরা, খিলগাঁও, ঢাকা	২২/০৭/২০২৪	৬২/ ২৯৪৬২	পূর্ব ব্লক রোড ১৩ কবর নম্বর ক/৩৩
১৫	গেজেট ৮৪০	**মোঃ আসলাম** পিতা: মোঃ আলী মাতা: মমতাজ বেগম বয়সঃ ৫৬ বছর ০১ মাস ০৯দিন	উত্তর কুতুবখালী, দনিয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	১৯/০৭/২০২৪	৩৫/ ২৯৪৩৫	উর্ধিতাংশের পূর্ব ব্লক রোড ১৫ কবর নম্বর উত্তর/৪১
জুরাইন কবরস্থান:						
০১	গেজেট ৭৮১	**মোঃ সাগর** NID/৮৭১২৬৫৪৪৬৯ পিতাঃ আব্দুল সাত্তার বয়সঃ ২৩বছর ৬মাস ১৯দিন	২৭/৮, মালিবাগ চৌধুরি পাড়া, ঢাকা-১২১৯	২০/০৭/২০২৪	২০/ ২৯২২০	লাইন-৬ ব্লক-২ কবর-১০

অবকাঠামো উন্নয়ন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যান্ত্রিক সার্কেল গত এক বছরে ৫টি পে-লোডার, ৫টি ভেক লোডার, একটি লং বোম স্কেভেটর ক্রয়কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও নগরীর বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন, মেরামত, রোড মার্কিং, রং করাসহ ২টি প্রকল্পে কর্পোরেশনের ৫২৪টি গাড়ি/যানযন্ত্রপাতি রাখার ব্যায়ামাগার ও শহীদ জিয়া শিশুপার্কে নতুন/আধুনিক খেলনার রাইডসসমূহ স্থাপনসহ নগরীর শিশু কিশোরদের বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

সার্কেলটি নিয়মিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির সার্ভিসিং, মেরামত, স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ এবং নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের প্রস্তাবনা প্রস্তুত করে। এর মাধ্যমে নগরীর পরিষেবা কার্যক্রম যেমন স্যানিটেশন, রাস্তা পরিচ্ছন্নতা ও জল নিষ্কাশন কার্যক্রমে সুষ্ঠু কার্যক্রম বজায় থাকে।

আধুনিক পার্কিং সিস্টেম

শহিদ জিয়া শিশুপার্ক

শহিদ জিয়া শিশুপার্ক ঢাকা শহরের একটি ঐতিহ্যবাহী এবং গুরুত্বপূর্ণ শিশু বিনোদন কেন্দ্র। এটি ঢাকার শিশু ও পরিবারের জন্য একটি নিরাপদ এবং আনন্দদায়ক স্থান হিসেবে পরিচিত। সময়ের সাথে সাথে পার্কটির অবকাঠামো ও সেবাসমূহ পুরানো ও অপর্যাপ্ত হয়ে পড়ায় শিশুদের চাহিদা পূরণে যথাযথ সহায়তা দিতে পারে না। তাই, পার্কটিকে আধুনিকীকরণ ও উন্নত করার জন্য একটি ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো পার্কটির ভৌত অবকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, খেলাধুলার সরঞ্জামাদি ও পরিবেশকে আধুনিক মানদণ্ডের সঙ্গে খাপ খাইয়ে তোলা। আধুনিক ও নিরাপদ খেলার যন্ত্রপাতি সংযোজনের মাধ্যমে শিশুদের খেলাধুলার অভিজ্ঞতা উন্নত করা হবে। এছাড়া, পার্কের বিভিন্ন জায়গায় শিশুদের নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত ফেন্সিং ও সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হবে।

সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং পরিবেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পার্কের ভেতরে নতুন গাছপালা লাগানো, বাগান নির্মাণ এবং হাঁটার পথ তৈরি করা হবে। পরিবারের জন্য বিশ্রাম ও আসার জায়গা, ছায়াযুক্ত বেঞ্চ এবং ওয়াকওয়ে তৈরি করা হবে, যাতে বাবা-মা ও অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের সাথে সময় কাটাতে পারেন।

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক কার্যক্রম আয়োজন করা হবে, যাতে শিশুরা খেলাধুলার পাশাপাশি নতুন কিছু শেখার সুযোগ পায়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করে পার্কটিকে একটি জীবন্ত ও সক্রিয় স্থান হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সার্বিকভাবে, শহিদ জিয়া শিশুপার্ক আধুনিকিকরণ প্রকল্পটি ঢাকা শহরের শিশুদের জন্য একটি উন্নত, নিরাপদ এবং আধুনিক বিনোদন কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে, যা শিশুদের সুখী ও সুস্থ জীবনের জন্য অপরিহার্য একটি অবকাঠামো হিসেবে কাজ করবে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন জলাবদ্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে ১৩/এ, কে.এম. দাস লেনের বীর মুক্তিযোদ্ধা সাদেক হোসেন খোকা কমিউনিটি সেন্টারের পাশবর্তী বক্স কালভার্ট থেকে আর.কে মিশন রোড পর্যন্ত ফুটপাত, পাইপ ড্রেন ও সড়কের উন্নয়ন ও মেরামত কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন-এর আওতাধীন ০৩ নং ওয়ার্ড, ০২ নং জোনের নবীনবাগ তিতাস রোডের লেন ও বাই-লেনসমূহে সড়ক উন্নয়ন ও ড্রেন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ইনার সার্কুলার রিং রোডের রায়েরবাগ স্লুইচ গেট হতে কামরাঙ্গীরচর লোহার ব্রিজ পর্যন্ত সড়কের উন্নয়ন কাজের ত্রিমাত্রিক চিত্র

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের ফলে প্রতিদিন ২১টি জেলার যানবাহন ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ব্যবহার করে যাত্রাবাড়ী মোড় দিয়ে ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ করে। একইসাথে চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের ১৬টি জেলার যানবাহনও যাত্রাবাড়ী মোড় দিয়ে ঢাকা মহানগরীতে প্রবেশ করে। ফলে যাত্রাবাড়ী এলাকায় ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়।

ঢাকার যানজট নিরসনে সরকারের সংশোধিত কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনায় ইনার সার্কুলার রিং রোডের উন্নয়নের প্রস্তাবনা রয়েছে। রায়ের বাজার স্লুইচ গেইট হতে পোস্তগোলা ব্রীজ পর্যন্ত ইনার সার্কুলার সড়ক হওয়ায়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ১ম ধাপে প্রস্তাবিত সড়কের কামরাঙ্গীর চর লোহার পুল থেকে রায়ের বাজার স্লুইচ গেইট পর্যন্ত উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

প্রস্তাবিত সড়কে আট লেনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার মধ্যে মাঝের দুই- দুই চার লেন এক্সপ্রেসওয়ে হিসাবে এবং দুই পাশে দুই- দুই চার লেন সার্ভিস লেন হিসাবে রাখা হয়েছে। ২য় ধাপে কামরাঙ্গীর চর লোহার ব্রীজ থেকে পোস্তগোলা ব্রীজ পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ হবে। পোস্তগোলা ব্রীজ থেকে রায়ের বাজার পর্যন্ত সড়কটি নির্মাণ করা হলে সাভার, উত্তরা, এয়ারপোর্ট গাজীপুরসহ এ সড়ক ব্যবহার করে উত্তরবঙ্গে যাতায়াত সহজতর হবে। ফলে ঢাকার যানজট হ্রাস পাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার টিএসসির সম্মুখস্থ অংশের উন্নয়ন কাজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি (ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র) শিক্ষার্থীদের সমাগমের কেন্দ্রস্থল। দীর্ঘদিন যাবত সংস্কার ও উন্নয়নের অভাবে উক্ত এলাকাটির সৌন্দর্যহানী হওয়ায় সৌন্দর্যবর্ধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। টিএসসি এর ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বসার স্থান, রাস্তার কার্পেটিং, রোড মার্কিং, ময়লা ফেলার পাত্র স্থাপন, ডাস চত্বর সংস্কার, ডাস চত্বরে সভা সমাবেশ করার স্থায়ী মঞ্চ স্থাপন, রাজু ভাস্কর্যের গ্রীল মেরামতসহ আনুষাঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কাজসমূহ বাস্তবায়িত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি (ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র) নতুন রূপ পাবে।

সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন নগর বিনির্মাণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে বসবাসকারী সম্মানিত নাগরিক সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে গৃহস্থালী বর্জ্যের হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রায় ১০৭.৪২ বর্গ কিমি এলাকা থেকে দৈনিক প্রায় ৩০০০-৩২০০ টন গৃহস্থালী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে থাকে। বর্জ্য সংগ্রহের হার প্রায় ৮৫%-৯০%। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডাদসিক) ও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রায় ৯৪৪টি চিকিৎসা সেবা প্রতিষ্ঠান হতে গড়ে ১৩-১৫ টন চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করা হয়। এক্ষেত্রে ১০ টি অঞ্চলের ৭৫ টি ওয়ার্ড হতে আউটসোর্সিং প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গৃহস্থালী, বাজার, রেস্তোরা, অফিস ও অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে সংগ্রহকৃত বর্জ্য সেকেন্ডারি ট্রান্সফার স্টেশন (এসটিএস)-এ স্থানান্তর পূর্বক ডাদসিক এর নির্ধারিত পরিবহন ও যান-যন্ত্রপাতির মাধ্যমে মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলে স্থানান্তর করা হয়। বর্তমানে ৬৫টি এসটিএস হতে বর্জ্য ল্যান্ডফিলে পরিবহন করা হয়। মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলের পুরাতন ১০০ একর জায়গা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্তরে স্তরে পতিত বর্জ্য দৈনন্দিন লেভেল ও ড্রেসিং করা হয়।

বাসাবাড়ির দৈনন্দিন বর্জ্য পিসিএসপি ভ্যানের মাধ্যমে সংগ্রহ করে এসটিএসে জমা করা হয়। এসটিএস থেকে বর্জ্যবাহী গাড়ি দ্বারা মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিলে চূড়ান্ত ডাম্পিং করা হয়।

২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর ঢাকা ওয়াসা থেকে ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে হস্তান্তর করা হয়। এক্ষেত্রে জনবল ও যান-যন্ত্রপাতি হস্তান্তর না হওয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে হস্তান্তরিত খাল, বক্স কার্লভার্ট এবং বৃহৎ পরিমাপের স্টর্ম স্যুয়ার লাইনের পরিষ্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে দৈনিক গড়ে ১০০-১৫০ টন নর্দমার বর্জ্য পরিষ্কার করা হয়। বছর ভিত্তিক বর্জ্য পরিষ্কারের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক	অর্থ বছর	খাল, নর্দমা, বক্স কালভার্টের মোট কি.মি. ও উৎপাদিত বর্জ্য (টন)	গৃহস্থালী বর্জ্য (টন)
১.	২০১৯-২০২০	-	৪৫৬৯০৭.০৮
২.	২০২০-২০২১	২৪.৫০ কি.মি/ ৮,২১,৬৯০ টন	৮৩৪৩৮৪.৪২
৩.	২০২১-২০২২	৬৯০ কি.মি./ ৫,৪৪,০১৪ টন	৯৪৫৬৪৭.১৭
৪.	২০২২-২০২৩	৭২২ কি.মি./ ১,৩৫,৩২০ টন	১০২১৯৮৬.২৩
৫.	২০২৩-২০২৪	৭৫০ কি.মি./৩,৮৫,৬৮৫ টন	৯০১১৯৮.৮৭
৬.	২০২৪-২০২৫	৭৭০ কি.মি./৪,৪৫,৪০০ টন	৯৮৬২৮৩.২৬

বর্তমানে ২৭৫ টি পরিবহন, ২৯টি ভারীযান-যন্ত্রপাতি ও ৫৫০০ জন পরিচ্ছন্নকর্মীর সহযোগিতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পরিষ্কার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ প্রেক্ষিতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫২ জন পরিচ্ছন্নকর্মী নিয়োজিতের মাধ্যমে নগরবাসীকে পরিচ্ছন্ন সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে । ২০১৬ সাল থেকে নবসৃষ্ট ০৮টি ইউনিয়নের ১৮টি ওয়ার্ডে বিদ্যমান জনবল ও যান-যন্ত্রপাতির মাধ্যমে এ পরিষেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে। শহরের পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নতকরণে জনসম্পৃক্ততা এবং জনসচেতনতার গুরুত্ব অপরিসীম। জনগুরুত্বপূর্ণ এ পরিষেবার সুফল জনগণের কাছে পৌছানোর জন্য সকলের সমন্বিত সহযোগিতা প্রয়োজন। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ অনুসরণে '3R' (Reduce, Reuse, Recycle) কৌশল বাস্তবায়নে উৎস পর্যায়ে বর্জ্য পৃথকীকরণ অতীব জরুরী। মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলে পচনশীল বর্জ্য থেকে জৈব সার অথবা ব্যায়োগ্যাসে রূপান্তর করে বর্জ্যকে মূল্যবান সম্পদে পরিণত করা সম্ভব। পক্ষান্তরে, অপচনশীল বর্জ্য রিসাইক্লিং পণ্য হিসেবে ব্যবহারের মাধ্যমে সামগ্রিক পরিবেশ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। ফলশ্রুতিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলায় যেমন- গ্রীন হাউজ গ্যাস, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন লাঘব ও সর্বোপরি পরিবেশ দূষণ রোধে এর প্রভাব দৃশ্যমান হবে। বর্তমানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ১৫নং ওয়ার্ড ও ২৬ নং ওয়ার্ডে উৎস পর্যায়ে বর্জ্য পৃথকীকরণ সংক্রান্ত পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নর্দমা, খাল ও বক্সকালভার্ট পরিষ্কার কার্যক্রম

নর্দমা, খাল ও বক্সকালভার্ট পরিষ্কার কার্যক্রম

৩৫৭০.৮৫ লক্ষ টাকা ডিএসসিসি'র নিজস্ব অর্থায়ন

ডিএসসিসির ৭৫টি ওয়ার্ড

বর্জ্য অপসারণের মাধ্যমে প্রবাহ সচল রাখা

নর্দমা- ৩৫%
খাল- ৮০%
বক্সকালভার্ট- ৭০%

কোরবানির পশুর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

কোরবানির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একটি অন্যতম পরিষেবা কার্যক্রম। প্রতি বছর প্রায় ২২০০০ থেকে ২৫০০০ টন বর্জ্য কোরবানির তৃতীয় দিন পর্যন্ত ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিদিনের কোরবানির পশুর বর্জ্য প্রতিদিনই অপসারণ করা হয়। এ বছর মাত্র ৮ ঘন্টা সময়ের মধ্যে কোরবানির প্রথম দিনের বর্জ্য অপসারণ করা হয় এবং কোরবানির তৃতীয় দিন দুপুর ২:৪৫ টার মধ্যে ৭৫টি ওয়ার্ড হতে সম্পূর্ণ বর্জ্য অপসারণ করা হয়। এ বছর মোট কোরবানীর বর্জ্যের পরিমাণ ৩১,২২৬ মেট্রিক টন। পাশাপাশি এ সময়ের মধ্যে ০৮টি হাটের বর্জ্য যথাযথ অপসারণ নিশ্চিত করা হয়। এ বিশাল কর্মযজ্ঞে ১২,৮৫৩ জনজনবল, ২০৭৯টি ছোট বড় যানবাহন ও ৩৪৪টি যান-যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়েছে। পশু বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য নগরবাসীর মধ্যে প্রায় ৪৫ টন ব্লিচিং পাউডার, ২০৭ গ্যালন স্যাভলন এবং ১,৪০,০০০ পচনশীল বর্জ্য সংগ্রহের ব্যাগ বিতরণ করা হয়।

কোরবানি পশুর বর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মাননীয় উপদেষ্টা জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য জাপান সরকারের টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্ট প্রকল্প "Project for Waste Reduction and 3R promotion Support for Building a Sustainable Society" প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া বর্জ্যের বহুমূখী ব্যবহারের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য ইতোমধ্যেই কোরিয়ান প্রতিষ্ঠানের সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্নের পর আগামী অর্থবছরে মাতুয়াইল ল্যান্ডফিলে দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইনসিনারেশন প্লান্ট/বায়োগ্যাস/ কম্পোস্ট প্ল্যান্ট তথা সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য টেকসই কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় যুগান্তকারী দিক উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়।

মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

মশক নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। যার আলোকে ৭৫ টি ওয়ার্ডে মোট ৯৭৫ জন মশক কর্মী এবং ৭৫ জন মশক সুপারভাইজার কাজ করেছে। সকালে লার্ভিসাইডিং এর জন্য প্রতি ওয়ার্ডে ৭ জন এবং বিকেলে ৬ জন করে মশক কর্মী কাজ করেছে। মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ কমিটির পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি, মানসম্পন্ন কীটনাশক এবং কীটনাশকের পর্যাপ্ত মজুদ নিশ্চিত করা হয়েছিল।

লার্ভিসাইডিং কার্যক্রম

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা তৈরীর লক্ষ্যে মাইকিং, পোস্টার সাঁটানো, লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছিল । ২০২৪-২৫ অর্থবছরে এখন পর্যন্ত প্রায় ৩ লাখ লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। সকল ওয়ার্ডে মশক সুপারভাইজারগণ এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতামূলক জিঙ্গেল হ্যান্ড মাইকে প্রচার করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিভিন্ন মসজিদে জুমা'র নামাজের সময় এডিস মশা নির্মূলের লক্ষ্যে মুসল্লীদের উদ্দেশ্যে জনসচেতনতা মূলক বার্তা প্রচার করা হয়েছে।

মাঠ পর্যায়ে মশক নিধনের সকল কার্যক্রম তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নগর ভবনে স্থাপিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে লাইভ মনিটরিং পরিচলনা করা হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৭৫টি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিকে ১০ ভাগে ভাগ করে সকল শ্রেণী পেশার নাগরিকদের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং তাদের তত্ত্বাবধানে সর্বাত্মক মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে। ডেঙ্গু রোগীর তথ্য প্রাপ্তির সাথে সাথে উক্ত হোল্ডিংয়ে এবং সংলগ্ন ৩০০ গজ এলাকায় কুইক রেসপন্স টিমের মাধ্যমে মশক নিধন চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ডেঙ্গু মওসুম শুরুর পূর্বেই ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন সরকারি/আধা সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। তথ্যপ্রেক্ষিতে, প্রতি সপ্তাহে ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে সচেতনতামূলক সভা এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার সকল সরকারি হাসপাতালে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধনে চিরুণী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

এ্যাডাল্টিসাইডিং কার্যক্রম

বর্তমানে ডেঙ্গু শুধু একটি রোগ নয়, এটি একটি জাতীয় দুর্যোগের নাম। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এ বছরে সারা বাংলাদেশে ২৭ শে জুলাই পর্যন্ত ১৯,৫২৯ জন রোগী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং ৭৬ জন রোগী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। অথচ সামান্য সচেতনতা, পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা ও যথাযথ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই এই রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব।

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নানাবিধ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা নাগরিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নিয়মিত ফগিং ও লার্ভিসাইডিং করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি, মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও জরিমানা, ডেঙ্গু রোগের বিস্তাররোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন, হটলাইন চালুকরণ, নাগরিক অভিযোগ ব্যবস্থাপনা ও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাধ্যমে মশক নিধন কার্যক্রম মনিটরিং জোরদার করা হয়েছে পাশাপাশি নাগরিকদের অংশগ্রহণে জানুয়ারি ২০২৫ মাসব্যাপী তারুন্যের উৎসবে ডেঙ্গু সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম করা হয়েছে এবং ছাত্র জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষ্যে জুলাই মাসব্যাপী বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম ও মশক নিধন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ইম্প্রুভমেন্ট অব আরবান পাবলিক হেলথ প্রিভেন্টিভ সার্ভিসেস প্রজেক্টের আওতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ০৫টি ফগিং মেশিন পাম্প প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৫০ টি হ্যান্ড স্প্রে, স্টিল বডি, ২০টি হুইল ব্যারো স্প্রেয়ার পাম্প, ১৫টি ফগিং মেশিন পাম্প, ১১টি পাবলিক টয়লেট, ১১টি ভ্রাম্যমাণ টয়লেট, ৩০টি হ্যান্ড ওয়াশ পয়েন্ট/কর্ণার প্রদান করা হবে।

হুইল ব্যারো মেশিনের মাধ্যমে লার্ভিসাইডিং

এডিস মশার প্রজনন স্থল ধ্বংস ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম অব্যাহত

জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায়

খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ,
বাজার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ

বেওয়ারিশ পশু

হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও মাতৃসদন

কসাইখানা

ইপিআই টিকাদান

ডিএসসিসির ঢাকা মহানগর জেনারেল হাসপাতাল ও নাজিরাবাজার মাতৃসদনে চালু হচ্ছে সার্বক্ষণিক মিডওয়াইফারি সেবা

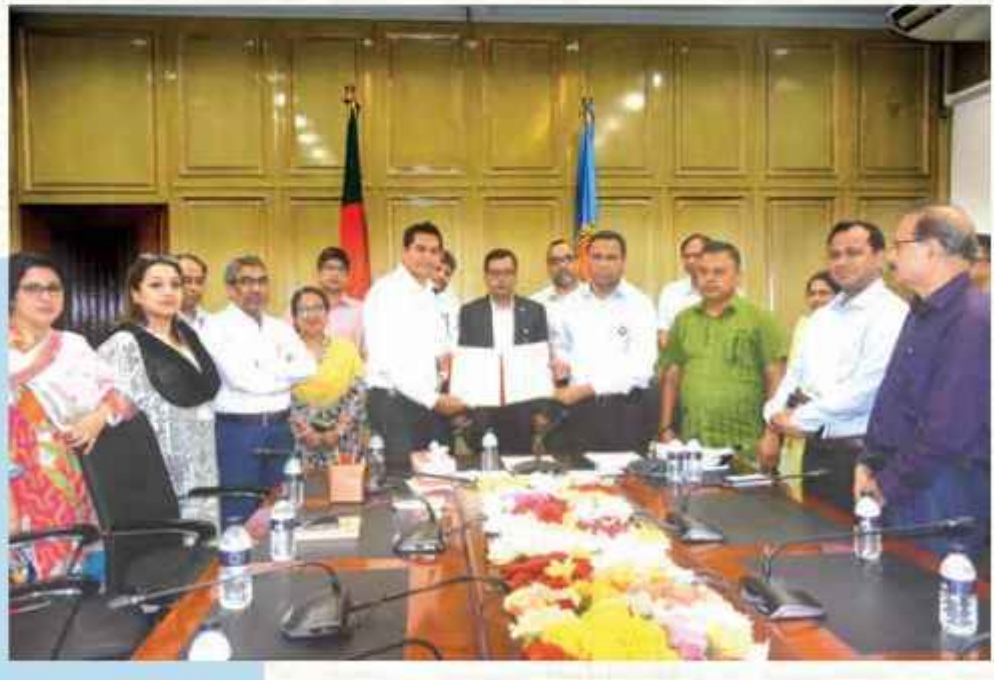

আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য় পর্যায় শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ৬ টি নগর মাতৃসদন, ৩১ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র ও ৩১৮ টি স্যাটেলাইট কেন্দ্রের মাধ্যমে নগরবাসীর প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা অব্যাহত রাখতে ডিএসসিসি ও পার্টনার এনজিওর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম

খাল পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি

ঢাকা একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহর, যেখানে প্রতি বর্ষায় জলাবদ্ধতা একটি প্রধান নাগরিক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। এর প্রধান কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো শহরের খালগুলোর দখল, ভরাট, অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব। ফলে খালগুলো স্বাভাবিক পানি প্রবাহের সক্ষমতা হারিয়েছে।

জলাবদ্ধতা শুধু নগরবাসীর দৈনন্দিন চলাচলকে বাধাগ্রস্ত করে না, বরং এটি স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করে, যানজট বৃদ্ধি করে, এবং শহরের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এই সমস্যা দূর করতে হলে নগরের প্রাকৃতিক জলপথগুলোকে পুনরুদ্ধার করে সেগুলোর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা জরুরি।

খালগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরিয়ে আনলে বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশন সম্ভব হবে এবং জলাবদ্ধতার সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে। পাশাপাশি, এসব খাল যদি পরিকল্পিতভাবে সংস্কার ও রূপান্তর করা হয়, তবে শুধু পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাই উন্নত হবে না, বরং নগরের পরিবেশ হবে আরও সবুজ, পরিচ্ছন্ন ও মনোরম। খালের দুপাশে হাঁটার পথ, বসার জায়গা, গাছপালা ও আলোবাতির ব্যবস্থা করা হলে তা নাগরিকদের মানসিক প্রশান্তি ও জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি করবে।

বাস্তব একটি উদাহরণ হলো-কদমতলা ও মান্ডা খালপাড় এলাকায় শুখনগর ব্রিজ থেকে মান্ডা ব্রিজ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৬টি বাড়ির বর্ধিতাংশ জরিপের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হলে, সংশ্লিষ্ট মালিকগণ নিজ উদ্যোগে সেই বর্ধিতাংশ অপসারণ করেন। এ ছাড়া, ব্যক্তিগত চলাচলের সুবিধার্থে কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই খালের উপর দিয়ে ২৮টি বেইলি ব্রিজ নির্মাণ করেছিল, যার মধ্যে ২৫টি ইতোমধ্যে ভেঙে ফেলা হয়েছে। এ ধরনের পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ আশপাশের বাসিন্দাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে। খালপাড় এলাকার পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ছোটখাটো ব্যবসা, পর্যটন, হাঁটা-বসার মতো নাগরিক সুবিধা সৃষ্টি করতে পারে, যা কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ বাড়ায়।

সব মিলিয়ে, নগরের জলাবদ্ধতা নিরসনের পাশাপাশি খালের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শহরের সৌন্দর্য ও বাসযোগ্যতা বাড়ানো সম্ভব। এটি টেকসই নগর উন্নয়নের অন্যতম শর্ত। খাল দখলমুক্ত রাখা, নিয়মিত পরিষ্কার রাখা এবং নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে রক্ষণাবেক্ষণ চালিয়ে গেলে এ উদ্যোগ দীর্ঘমেয়াদে সফল ও কার্যকর হবে।

খাল পুনরুদ্ধার, সংস্কার ও
নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি

কালুনগর খাল
জিরানী খাল
মান্ডা খাল
শ্যামপুর খাল

সুষ্ঠু পানি প্রবাহের ব্যবস্থা করে জলাবদ্ধতা নিরসন
জীবন-যাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন
নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি

৮৯৮.৭৩ লক্ষ টাকা
জিওবি ও ডিএসসিসি

অগ্রগতি ১০%

ধুপখোলা মাঠ সংলগ্ন শহিদ জুনায়েদ চত্বর উদ্বোধনকালে মাননীয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় উপদেষ্টা কর্তৃক বৃক্ষরোপণ

ধানমন্ডি লেক পার্কে মাননীয় প্রশাসক জনাব মো. শাহজাহান মিয়া কর্তৃক বৃক্ষরোপণ

শহিদ জিয়া শিশু পার্কে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কর্তৃক বৃক্ষরোপণ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান কর্তৃক মাতুয়াইল স্যানিটারি ল্যান্ডফিল পরিদর্শন

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উৎপাদিত বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি অনুসারে মাতুয়াইল কেন্দ্রীয় ভাগাড়ে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থার প্রবর্তন ও পর্যাপ্ত মাটির আচ্ছাদন (Soil Covering) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ফলে, ভাগাড়ের দুর্গন্ধ এবং মিথেন গ্যাস হতে সৃষ্ট অগ্নিকাণ্ড ও ধোঁয়া হতে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে।

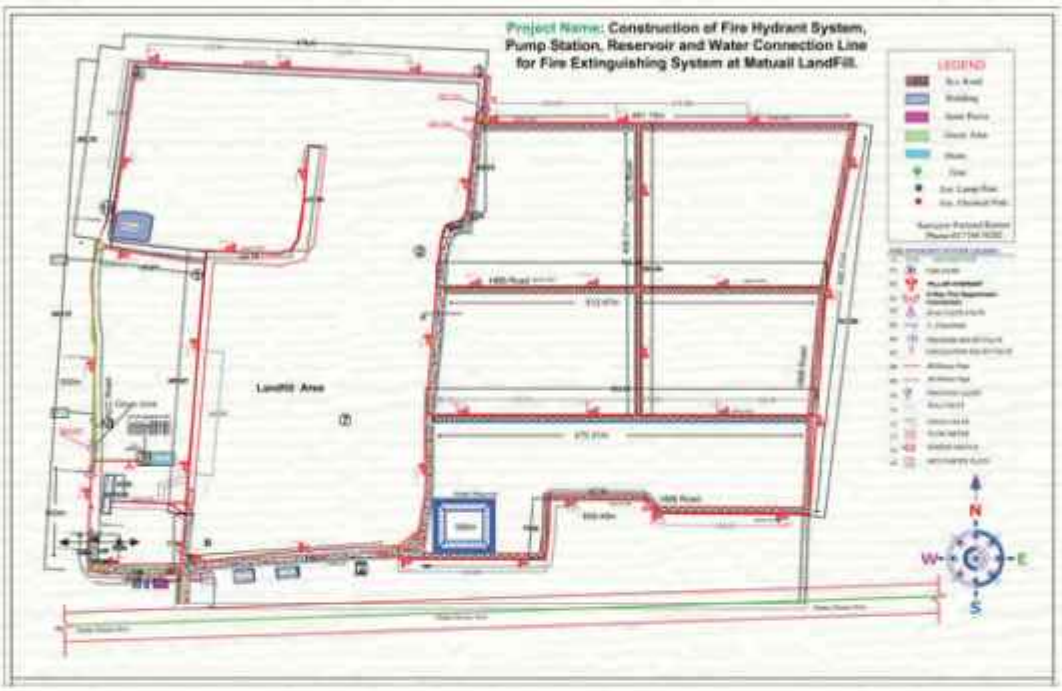

বায়ু দূষণ প্রতিরোধে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের পানি ছিটানো কার্যক্রম

'জিরো সয়েল প্রজেক্ট' বাস্তবায়নে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন সড়ক বিভাজকের মধ্যবর্তী (মিডিয়ান) স্থান, ফুটপাত, খালের পাড় এবং অন্যান্য বনায়নযোগ্য জায়গায় বনায়নের লক্ষ্যে ডিএসসিসি ও বন অধিদপ্তরের মাঝে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

মান্ডা খালের কাজ চলমান

জিরানী খালের কাজ চলমান

কালুনগর খালের কাজ চলমান

শ্যামপুর খালের কাজ চলমান

সমাজকল্যাণ

কবরস্থান ৪টি

আজিমপুর, জুরাইন, খিলগাঁও, মুরাদপুর

শ্মশানঘাট ২টি

কামরাঙ্গীরচর, পোস্তগোলা

শিক্ষা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২টি

সংস্কৃতি

সংগীত ও নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্র ১২টি

পাঠাগার ৮টি

জাদুঘর ১টি

কবরস্থান ও শ্মশানঘাট: নাগরিক সেবায় সম্মান ও সহমর্মিতার প্রতিচ্ছবি

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) নগরবাসীর জীবনের প্রতিটি ধাপে, এমনকি মৃত্যুর পরেও সম্মানজনক সেবার নিশ্চয়তা দিতে কাজ করছে। এ কর্পোরেশনের আওতাধীন রয়েছে ৪টি কবরস্থান ও ২টি শ্মশানঘাট, যেগুলো সমাজকল্যাণ ও বস্তি উন্নয়ন বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয়।

আজিমপুর কবরস্থান

আজিমপুর কবরস্থানটি ডিএসসিসির অঞ্চল-০৩ এ অবস্থিত এবং এটি দুটি অংশে বিভক্ত- পুরাতন ও নতুন। মোট আয়তন ২৪.৪ একর। মোঘল আমলে স্থাপিত পুরাতন কবরস্থানটির বয়স প্রায় ৪০০ বছর। ১৯৬৬ সাল থেকে চালু নতুন অংশে বর্তমানে পুনঃকবর কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ কবরস্থানে মোট প্রায় ২৫,০০০ কবর রয়েছে, যার মধ্যে ৫,০০০ কবর সংরক্ষিত।

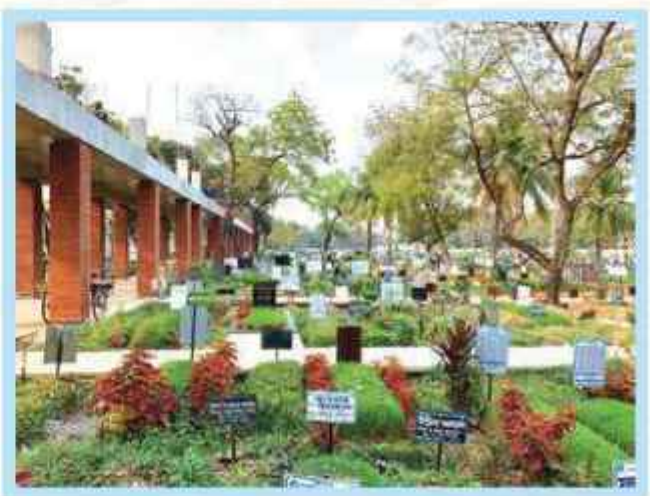

জুরাইন কবরস্থান

অঞ্চল-০৫ এর অধীন ১৭.৬০ একর জায়গাজুড়ে অবস্থিত জুরাইন কবরস্থান তিন ভাগে বিভক্ত- সংরক্ষিত, সাধারণ এবং বর্ধিতাংশ। এখানে প্রায় ১৮,০৬১টি কবর রয়েছে। বর্ধিতাংশে ২,৬৪০টি কবর শুধুমাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংরক্ষিত। কবরের অবস্থান রোড, লাইন ও কবর নম্বর অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত এবং সংরক্ষিত রেকর্ড ১৯২৬ সাল থেকে সংরক্ষিত রয়েছে।

ব্রাহ্মণচিরন ধলপুর কবরস্থান ও মুরাদপুর শিশু কবরস্থান

ধলপুর কবরস্থানে ২০১৯ সাল থেকে দাফন কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং এর আয়তন ২.৪০ একর। এটি একটি সাধারণ কবরস্থান। শিশুদের জন্য নির্ধারিত মুরাদপুর কবরস্থানে ২০০৮ সাল থেকে দাফন চলছে, যার আয়তন ৪৭ শতাংশ।

খিলগাঁও কবরস্থান

অঞ্চল-০২ এর অধীন খিলগাঁও কবরস্থানটিও ডিএসসিসি'র অন্যতম কবরস্থান। প্রায় ৫ একর জায়গার এ কবরস্থানে কবরের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ৫০০০।

কামরাঙ্গীরচর ও পোস্তগোলা শ্মশানঘাট

ডিএসসিসি পরিচালিত দুটি শ্মশানঘাটের মধ্যে কামরাঙ্গীরচর শ্মশানঘাট প্রায় ১০০ বছরের পুরানো। এখানে প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৪-৫টি মৃতদেহের সৎকার করা হয়। আয়তন প্রায় ৬ বিঘা এবং সৎকার কার্যক্রম সকাল ৬টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত চলে। অপরদিকে পোস্তগোলা শ্মশানঘাটও নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শেষকৃত্যকে সম্মানজনকভাবে সম্পন্ন করতে সহায়তা করে।

সেবা গ্রহণের পদ্ধতি

কবরস্থান ও শ্মশানঘাট সংক্রান্ত সেবার জন্য সংশ্লিষ্ট কবরস্থানের মোহরার-এর সাথে যোগাযোগ করে দাফন বা সৎকারের সময় ও ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে হয়। ডিএসসিসি কর্তৃক প্রতিটি কবর ও শ্মশান ঘাটের তথ্য সংরক্ষিত এবং রেকর্ডভিত্তিক, যা স্বচ্ছতা ও সেবার মান উন্নয়নে সহায়তা করে।

সম্মানজনক বিদায়ের অঙ্গীকার

ডিএসসিসি বিশ্বাস করে, মানুষের জীবনের শেষ বিদায়টিও সম্মান ও শৃঙ্খলার মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। এ লক্ষ্যেই কবরস্থান ও শ্মশানঘাটগুলো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, সেবাদান এবং তথ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে নাগরিকদের পাশে থেকে মানবিক দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।

সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মোট ৩৭টি সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র রয়েছে।

সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্রের সেবা

(বিবাহ, বৌভাত, খাৎনা, জন্মবার্ষিকী মৃত্যুবার্ষিকী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাটক, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান)

নলগোলা বহুব্রীহি সামাজিক অনুষ্ঠান কেন্দ্র

উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণাধীন কবরস্থান পরিচালনা প্রবিধানমালা, ২০২৫

কবরস্থান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও শৃঙ্খলা অধিকতর নিশ্চিতকল্পে "ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নিয়ন্ত্রণাধীন কবরস্থান পরিচালনা বিধিমালা, ২০২৫" প্রণয়ন করতে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ের চাহিদা ও মর্যাদাপূর্ণ দাফন প্রক্রিয়া নিশ্চিতে একটি সুনির্দিষ্ট ও আধুনিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

এই প্রবিধানমালার মাধ্যমে প্রতিটি কবরের জন্য নির্ধারিত আকার, ব্লক নম্বর ও ডিজিটাল রেকর্ড রাখা হবে। গরিব ও অসহায় ও মুক্তিযোদ্ধা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা। অগ্রিম সংরক্ষণ, অতিরিক্ত স্থাপনা বা অনিয়ম ঠেকাতে কঠোর নিয়মও যুক্ত করা হয়েছে। বর্ণিত প্রবিধানমালার আলোকে কবরস্থান ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আসবে, হয়রানি কমবে এবং নাগরিক সেবার মান উন্নত হবে। সবার জন্য সমান সুযোগ ও মর্যাদাপূর্ণ দাফন নিশ্চিত করাই এই প্রবিধানমালার মূল লক্ষ্য।

পবিত্র কুরআন শিক্ষা

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন মুসলিম নাগরিকদের জন্য "পবিত্র কুরআন শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা নীতিমালা, ২০২৪" প্রণয়ন করেছে। উদ্দেশ্য হলো সকল বয়সী মানুষকে, বিশেষ করে যারা শুদ্ধভাবে কুরআন শেখার সুযোগ পাননি, তাদের জন্য বিনামূল্যে শেখার পরিবেশ নিশ্চিত করা।

প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি করে মনোনীত মসজিদে এই শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকবে। পাঠদানে মনোনীত শিক্ষক ও মনিটরিং কমিটি দ্বারা শিক্ষার মান ও পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি, অগ্রগতি এবং নৈতিক শিক্ষা ও আদব-কায়দার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এটি শুধুই একটি শিক্ষা কার্যক্রম নয়, বরং ধর্মীয় ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।

অসহায় মানুষের পাশে ডিএসসিসি'র ঐচ্ছিক তহবিল

দরিদ্র, অসুস্থ ও দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত নাগরিকদের সহায়তায় "ঐচ্ছিক তহবিল ব্যবহার নীতিমালা, ২০২৪" গ্রহণ করেছে। এই তহবিলের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় ব্যক্তি ও সিটি কর্পোরেশনের কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত অসুস্থ বা স্থায়ীভাবে অক্ষম কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তা দেয়া হবে। একজন ব্যক্তি দুর্গত, শারীরিকভাবে অক্ষম, দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হলে নির্ধারিত ফরম ও প্রমাণপত্রসহ আবেদন করতে পারবেন। যাচাই-বাছাই ও মেডিকেল বোর্ডের সুপারিশে সহায়তা মঞ্জুর করা হবে। মিথ্যা তথ্য দিলে অনুদান বাতিলসহ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সহায়তার পরিমাণ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হবে। অনুদান চেকের মাধ্যমে সরাসরি আবেদনকারীর নামে প্রদান করা হবে। এই নীতিমালা দুর্দশাগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে ডিএসসিসি'র সামাজিক দায়িত্ব পালনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সহায়তা শুধু অর্থ নয়, এটি একটি সহমর্মিতার হাত।

সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের খন্ডচিত্র

পহেলা বৈশাখ-১৪৩২ উদ্‌যাপন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৫
জাতীয় স্মৃতিসৌধে একাত্তরের বীর যোদ্ধাদের প্রতি মাননীয় প্রশাসক জনাব মো. শাহজাহান মিয়া এঁর নেতৃত্বে শ্রদ্ধা নিবেদন

মহান বিজয় দিবস-২০২৫ উদ্‌যাপন

সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্পত্তি বিভাগ নগরীর মালিকানাধীন ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ, অবৈধ দখল উচ্ছেদ, ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা, ইজারা, নিলাম ও লাইসেন্স প্রদানসহ বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করে।

হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা

পাবলিক টয়লেট

পার্কিং ব্যবস্থাপনা

২০২৪-২৫ সালে:

১৩৯টি ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ (হাট, বাজার, পার্কিং, টয়লেট ইত্যাদি), ৮টি নিলাম সম্পন্ন, ১০টি বেসরকারি কাঁচাবাজারে লাইসেন্স প্রদান, ২৭৯১টি স্টাফ কক্ষ বরাদ্দ প্রদান, ৫৪.০৮৮ একর ভূমি উদ্ধার (মূল্য প্রায় ৪,৬৬৯ কোটি টাকা), ৭৬টি মামলা পরিচালনা, ১.৬৬ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

এছাড়া, মান্ডা ও কদমতলা এলাকায় ৪৬টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ ও ২৫টি বেইলি ব্রিজ ভেঙে ফেলা হয়েছে।

পশুর হাট ব্যবস্থাপনা

ভূমি উদ্ধার

উচ্ছেদ কার্যক্রম

নাগরিকবান্ধব সেবায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

দুর্যোগ মোকাবেলায় ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নগরভবনে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে স্থাপিত দুর্যোগ মোকাবেলায় ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার ২৪/৭ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্যোগ মোকাবেলায় জরুরী (সংকট, দুর্ঘটনা, দুর্যোগ) ব্যবস্থাপনার জন্য বা দৈনন্দিন মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম জরুরি পরিচালন কেন্দ্র (Emergency Operation Centre- EOC) থেকে মাননীয় প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার থেকে ভূমিকম্প, আবহাওয়ার সতর্কীকরণ, নগর বন্যা সতর্কতা, পরিবেশের বায়ুর মানসহ বিভিন্ন সংকট, দুর্ঘটনা, দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করা হয়। এখান থেকে ৭৫টি ওয়ার্ডের মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম, এবং চলমান অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সংস্কার ও মেরামত কার্যক্রম DSCC Live Monitoring এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ এবং পরিবীক্ষণ করা হয়।

নগর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ (City Central Control Room)

নগর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ২৪/৭ চালু রয়েছে। জরুরী প্রয়োজনে তথ্য সেবা, পরামর্শ, মতামত বা অভিযোগ জানাতে ঢাকা দক্ষিণের যে কোন সেবাগ্রহীতা বা নাগরিক ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের নগর ভবনে স্থাপিত কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নম্বার +৮৮০-২২২-৩৩৮৬০১৪ বা হটলাইন ০১৭০৯৯০০৮৮৮ নম্বারে তার চাহিত তথ্যাদি পেতে পারেন। সিটি কর্পোরেশনের কর্মীরা ২৪/৭ নিবেদিত রয়েছেন।

Mobile Switching Office (MSO)

দূর্যোগকালীন সময়ে মোবাইল ফোন ও উন্নত প্রযুক্তির সকল নেটওয়ার্ক সম্পূর্ণ অচল হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে। Ultra High Frequency Digital Mobile Radio (UHF DMR) নেটওয়ার্ক সম্বলিত ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন সিস্টেমের মাধ্যমে অতি দ্রুত Digital Mobile Radio (DMR) এর নেটওয়ার্ক সচল করা সম্ভব। বর্তমানে চার শতাধিক ওয়্যারলেস ওয়াকি-টকি সেট সিটি কর্পোরেশনের জরুরি সেবা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যবহার করছে। নগর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে স্থাপিত Mobile Switching Office (MSO) এর মাধ্যমে ওয়্যারলেস নেটওয়ার্ক পরিচালনা করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।

স্মার্ট লাইটিং সিস্টেম

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মোট সড়ক বাতি (এলইডি) সংখ্যা ৬১,৪৮৩টি যার মধ্যে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে নতুন অঞ্চলে ২২০০টি সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে। নগর ভবনে স্থাপিত স্মার্ট লাইটিং কন্ট্রোল রুম হতে সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ করা হয়।

নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র (Intensive Surveillance Centre)

নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে সিটি কর্পোরেশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও স্পটে ক্লোজড সার্কিট ক্যামেরা স্থাপন করে নগরভবনে স্থাপিত নিবিড় পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে নিবিড়ভাবে গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

কবরস্থান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

জিআইএস ভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

ই-জিপি

ডিএসসিসির ওয়েব পোর্টাল

ই-হোল্ডিং ট্যাক্স

ই-ট্রেড লাইসেন্স সেবা

ই-দাফন সনদ

অযান্ত্রিক যানবাহন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

ই-রিক্সা

নগর ডাটা সেন্টার

জনসংযোগ ও নাগরিক সম্পৃক্ততা

তথ্য অধিকার ও নাগরিক সম্পৃক্ততা: ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সুশাসনের ভিত্তি

"তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত বিধান করিবার লক্ষ্যে প্রণীত আইন" তথ্য অধিকার আইনের সূচনাতেই এই ঘোষণা রাষ্ট্র পরিচালনার কেন্দ্রে জনগণের প্রাধান্য নিশ্চিতকরণ। কেননা বাংলাদেশ একটি প্রজাতন্ত্র, যার অর্থই হল জনগণের প্রাধান্য।

তথ্য অধিকার আইনের মূল ভিত্তি সংবিধানের ৭ ও ৩৯ ধারা। সংবিধান অনুযায়ী, জনগণ প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক। আর এই মালিকানাকে অর্থবহ করতে হলে তাদের তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করতে হয়। কারণ একটি গণতান্ত্রিক সমাজে জনগণ কেবল ভোটের মালিকই নয়, রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পদের ব্যবহারে সক্রিয় অংশগ্রহণকারীও।

তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিত হলে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়, জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়, দুর্নীতি হ্রাস পায় এবং সর্বোপরি সুশাসন দৃঢ় হয়। এ কারণেই তথ্য অধিকারকে বলা হয় Right of all Rights অর্থাৎ অধিকারসমূহের অধিকার। এটি সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মৌলিক চাহিদা পূরণের অন্যতম পূর্বশর্ত।

এই প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে তথ্য অধিকার ও নাগরিক সম্পৃক্ততা একান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ স্থানীয় সরকারই হচ্ছে জনগণের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠান, যেখানে নাগরিকের চাহিদা, সমস্যা ও অংশগ্রহণ সরাসরি প্রতিফলিত হয়। এখানে নাগরিকরা যদি তথ্য জানতে না পারেন, যদি তারা অংশগ্রহণ করতে না পারেন, তবে সেবার গুণগত মান এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন (ডিএসসিসি) তথ্য অধিকার নিশ্চিত ও নাগরিক সম্পৃক্ততাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। তথ্যকে জনগণের জন্য সহজলভ্য করতে এবং তথ্য অধিকার আইন-২০০৯-এর পূর্ণ বাস্তবায়নে ডিএসসিসি ২০২৪ সালে প্রথমবারের মতো "তথ্য কর্মকর্তা" নিয়োগ দিয়ে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী, বর্তমানে ডিএসসিসিতে তথ্য কর্মকর্তা তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। জনসংযোগ কর্মকর্তা বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আপীল কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত রয়েছেন। এই কাঠামোর মাধ্যমে তথ্যপ্রার্থীরা সুস্পষ্ট ও সময়োপযোগীভাবে তথ্য পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য প্রাপ্তির প্রবণতাও দিন দিন বাড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে:

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইনে প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা ছিল ২৬টি
- ২০২৩-২৪ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৫টিতে, এবং
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী আবেদন সংখ্যা ৬৬টি, যা সচেতনতা ও আস্থার প্রতিফলন।

লেখচিত্রঃ বিগত ৩ বছরে তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রাপ্তির আবেদন সংখ্যা

তথ্য প্রাপ্তির পাশাপাশি নাগরিকদের সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত করাও ডিএসসিসির অন্যতম লক্ষ্য। জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে প্রতি শনিবার স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে অঞ্চলভিত্তিক বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। সেখানে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে।

নাগরিক সম্পৃক্ততার মাধ্যমে বিশেষ পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধন অভিযান

তরুণ প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের আওতাভুক্ত স্কুল-কলেজে আয়োজন করা হয় তারুণ্যের উৎসব ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা।

ছাত্র-জনতার জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতি ওয়ার্ডে স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে মাসব্যাপী ডেঙ্গু প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।

ছাত্র-জনতার জুলাই গণ-অভ্যুত্থান উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক তরুণ সাইক্লিস্টস এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নগরবাসীর অংশগ্রহণে সাইকেল র‍্যালি।

উল্লেখযোগ্য জনসংযোগ কার্যক্রম

বাজেট
২০২৪-২০২৫

এক নজরে বাজেট
অর্থবছর ২০২৪-২৫

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ঘোষিত বাজেটের পরিমাণ ছিলো ৬৭৬০.৭৪ কোটি টাকা। বাজেটে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ১৩৯৯.১৮ কোটি টাকা এবং মোট সরকারি ও বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৪৩৬৩.০০ কোটি টাকা। বাজেটে মোট পরিচালন ব্যয় বরাদ্দ ছিলো ৫৬৩.৬০ কোটি টাকা ও মোট উন্নয়ন ব্যয় বরাদ্দ হয়েছিল ৫৩৫৮.৩১ কোটি টাকা।

২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬৬৭.৫৯ কোটি টাকা। মোট রাজস্ব আয় নির্ধারণ করা হয় ১২৩৩.৯৪ কোটি টাকা এবং মোট সরকারি ও বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্তি নির্ধারণ করা হয় ৫৫৮.৬৯ কোটি টাকা। মোট পরিচালন ব্যয় বাবদ বরাদ্দ করা হয় ৫৭০.২৩ কোটি টাকা ও মোট উন্নয়ন ব্যয় বাবদ বরাদ্দ করা হয় ১৩৮৫.৯০ কোটি টাকা।

খাত	বাজেট ২০২৪-২০২৫	সংশোধিত বাজেট ২০২৪-২০২৫
আয়		
প্রারম্ভিক স্থিতি	৮২৩.৮১	৬৯৬.৪৫
মোট রাজস্ব আয়	১৩৯৯.১৮	১২৩৩.৯৪
মোট অন্যান্য আয়	১০৪.৭৫	১০৩.৫১
সরকারি থোক ও বিশেষ বরাদ্দ	৭০.০০	৭৫.০০
মোট ডিএসসিসি সরকারি ও বৈদেশিক উৎস থেকে প্রাপ্তি	৪৩৬৩.০০	৫৫৮.৬৯
সর্বমোট	**৬৭৬০.৭৪**	**২৬৬৭.৫৯**

খাত	বাজেট ২০২৪-২০২৫	সংশোধিত বাজেট ২০২৪-২০২৫
ব্যয়		
মোট পরিচালন ব্যয়	**৫৬৩.৬০**	**৫৭০.২৩**
মোট অন্যান্য ব্যয়	**১৫.০২**	**১৫.০১**
ডিএসসিসি'র নিজস্ব অর্থায়নে উন্নয়ন ব্যয়	**৯৯৫.৩১**	**৮২৭.২১**
মোট ডিএসসিসি, সরকারি ও বৈদেশিক সহায়তায় উন্নয়ন ব্যয়	**৪৩৬৩.০০**	**৫৫৮.৬৯**
মোট উন্নয়ন ব্যয়	**৫৩৫৮.৩১**	**১৩৮৫.৯০**
সমাপনী স্থিতি (এফডিআরসহ)	**৮২৩.৮১**	**৬৯৬.৪৫**
সর্বমোট	**৬৭৬০.৭৪**	**২৬৬৭.৫৯**

সচিত্র
জুলাই

ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থানে উচ্চারিত আবেগ ও মনোভাবের প্রকাশ-শ্লোগান

আপস না সংগ্রাম
সংগ্রাম, সংগ্রাম

আমার সোনার বাংলায়,
বৈষম্যের ঠাঁই নাই

ক্ষমতা না জনতা?
জনতা, জনতা

দিয়েছি তো রক্ত
আরও দেব রক্ত,
রক্তের বন্যায় ভেসে
যাবে অন্যায়

কোটা না মেধা
মেধা, মেধা

বুকের ভেতর অনেক ঝড়
বুক পেতেছি গুলি কর

লেগেছে রে লেগেছে,
রক্তে আগুন লেগেছে

সারা বাংলায় খবর দে,
কোটা প্রথার কবর দে

দালালি না রাজপথ
রাজপথ, রাজপথ

এই দেশ আমার দেশ,
বাংলাদেশ, বাংলাদেশ

আমার ভাইয়ের রক্ত,
বৃথা যেতে দেব না

তোর কোটা
তুই নে,
লাশের ভিতর
জীবন দে

নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার করি
পরিচ্ছন্ন নগর গড়ি

নিয়মিত প্রতিদিন
জমা পানি ফেলে দিন

সময়মত পৌরকর পরিশোধ করি
নগর উন্নয়নে সহায়তা করি

www.dscc.gov.bd